বিশেষ সংখ্যা

দুর্গাপূজা ও
শিক্ষক দিবস

প্রকাশনার ৮২ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৬ ◆ ২ - ৮ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার তত্ত্বকথা

দেবী মাহাত্ম্য

দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গা
ও বাঙালির দুর্গাপূজা

পোপ ফ্রান্সিস কর্তৃক জারিকৃত প্রৈরিতিক সংবিধান: "মঙ্গলবার্তা ঘোষণা"

শিক্ষকের সম্মান ও মর্যাদা

প্রণতি জানাই শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে

কৃতিত্ব

আমাদের একমাত্র মেয়ে **Dr. Lilian Catherene Gomes** (MBBS-Mymensing Medical College), ২০২২ খ্রিস্টাব্দ জুলাই সেশন BCPS (Bangladesh College of Physicians and Surgeons) এর অধীনে অনুষ্ঠিত FCPS (Fellowship of College Physician and Surgeon) চূড়ান্ত পর্ব পরীক্ষায় "ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন"- এ সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন। বাংলাদেশের খ্রিস্টান সমাজে তিনিই প্রথম চিকিৎসক হিসেবে "ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন" বিভাগ হতে দেশের সর্বোচ্চ ডিগ্রি FCPS অর্জন করেছেন। তার সাফল্যের জন্য আমরা গর্বিত এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। বর্তমানে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (BSMMU/PG Hospital) উক্ত বিভাগে কর্মরত।

আমাদের বড় ছেলে **Dr. Richmond Ronald Gomes** (MBBS-Dhaka Medical College), বাংলাদেশের খ্রিস্টান সমাজে প্রথম চিকিৎসক হিসেবে ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ জুলাই সেশনে "ইন্টারনাল মেডিসিন" বিভাগে সর্বোচ্চ ডিগ্রি FCPS অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি ঢাকাস্থ আদ-দ্বীন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে উক্ত বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত।

আমাদের ছোট ছেলে **Marvin Malthus Gomes** (BBA-East West University), ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে North South University হতে মার্কেটিং- এ MBA (Master of Business Administration) ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বর্তমানে আকিজ টোব্যাকো কোম্পানি লিমিটেড- এ সহকারী ব্যবস্থাপক (ব্রান্ড ও মার্কেটিং) হিসেবে কর্মরত।

আমাদের একমাত্র জামাতা **Dr. Md. Mruad Hossain** (MBBS-Dhaka Medical College), সহযোগী অধ্যাপক (বিসিএস স্বাস্থ্য) হিসেবে ইন্টারনাল মেডিসিন বিভাগে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কর্মরত।

আমরা তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি।

তারা পাদ্রিকন্দা গ্রামের প্রয়াত রক গমেজ খাঁ ও লিলি গমেজ খাঁ এবং লক্ষ্মীবাজারের প্রয়াত অ্যাডভোকেট পিটার এম কস্তা ও প্রয়াত ক্যাথরীন জুলিয়ানা কস্তার নাতি ও নাতনী।

হিউবার্ট গমেজ ও রৌজ গমেজ (বাবা-মা)

আমাদের নাতনী ও নাতি: রাহী ও স্পর্শ

ইন্দিরা রোড, ঢাকা।

বিজ্ঞ/২৮১/২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ৩৬
২ - ৮ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
১৭ - ২৩ আশ্বিন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

সর্বজনীন বোধ জাগ্রত হোক

শরতের নীলাকাশে ভেসে বেড়ানো মেঘের ভেলা ও নদীর ধারে কাশবনের ফুটন্ত ফুলগুলোর মিতালি দেখে বাঙালির মনেও পূজা পার্বণের আনন্দের রেশ জাগে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বারো মাসের তের পূজার কথা অনেকে বললেও দুর্গা পূজাটিই সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ও আনন্দপূর্ণ একটি পর্বীয় উৎসব। তাই সকলের কাছে এটি শারদীয় দুর্গোৎসব নামেই পরিচিত। দুর্গা পূজা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। পাশাপাশি বাঙালির সংস্কৃতিরও উৎসবগুলির মধ্যে অন্যতম উৎসবে পরিণত হয়েছে। শরৎকালে ঢাকের তাল পূজোর আমেজ ছুঁয়ে যায় বাঙালির হৃদয়। পূজোর এ আনন্দ-আমেজ ধর্মীয় পরিমণ্ডল ছাপিয়ে সকল বাঙালিকেই আমোদিত করে। দুর্গা পূজার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো দুর্গা দেবীর সাথে অন্যান্য দেব-দেবীর অবস্থান। দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহারে রয়েছে সর্বজনীনতা, সকলের সম্পৃক্ততা। মন্ত্রেও থাকে ঐক্যতান। সনাতন বিশ্বাস মতে, ত্রিভুবন বিজয়ী অপশক্তি সম্পন্ন মহিষাসুরের সাথে দেবী দুর্গা যুদ্ধ করেছিলেন। শুভ শক্তি সম্পন্ন দুর্গা মায়ের শক্তির কাছে পরাজিত হয় অসীম অশুভ শক্তিসম্পন্ন মহিষাসুর। কারণ অশুভ ও আসুরিক শক্তি ক্ষণস্থায়ী, এক সময় তাকে যথার্থ ফলভোগ করতেই হয়। এ শুভ শক্তির জয়-ই শুভ বিজয়াদশমী। শুভ বিজায়ায় চলে অবাধ মিলন। সনাতন ধর্মাবলম্বীগণ সকল ধর্মমতের লোকজনের সাথে উদারচিত্তে শুভেচ্ছা বিনিময় করে। আনন্দের সাথে একে অন্যের শান্তির প্রার্থনা করে। ঐক্যের সুতায় এই উৎসব সকলের মিলন মেলায় পরিণত হয়।

দুর্গা পূজার মমার্থ আমাদের প্রত্যেক বাঙালিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে শুভত্বের জয়গান করতে। বিশ্বাস অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিক নিজ নিজ ধর্ম ও পূজা-পার্বণ করলেও উৎসবে সকলেই অংশ নিতে পারে। আর দুর্গা পূজাতে সকলের অংশগ্রহণই প্রকাশ করে অশুভ শক্তি নয় আমরা ভালবাসি শুদ্ধ ও শুভ শক্তিকে। ধর্মীয় পূজা, পালা-পার্বণের মধ্যদিয়েও নিজেদের পারস্পরিক সুসম্পর্ক, শ্রদ্ধাবোধ ও সহনশীলতা প্রকাশ করতে পারি। আমাদের দেশে বিগত দুই দশকে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা বেড়েছে, কোথাও কোথাও পূজোর আনুষ্ঠানিকতা বিঘ্নিত করার ঘটনা ঘটেছে তবুও সিংহভাগ বাঙালিই মিলেমিশে এই উৎসব পালন করতে চায়। যেখানে বেশিরভাগ মানুষ একসাথে আনন্দ সহভাগিতা করতে চায় সেখানে কিছু অসুররূপ ধর্মান্ধ মানুষ অবশ্যই পরাজিত হবে। তার জন্য দরকার সাধারণ মানুষের মধ্যকার শুভত্বকে জাগ্রত ও দৃঢ় করা এবং অসুরকে প্রতিরোধ করা। এই অসুরেরা আমাদের চারিপাশে ঘরে বাইরে সবখানেই থাকে। নিজের মধ্যকার অসুরটাকে প্রথমে দূর করি, তারপর পদক্ষেপ সমাজের অসুরকে দূর করতে।

একজন শিশুকে তথা দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিককে সুপথে ও আলোর পথে পরিচালিত করতে একজন শিক্ষকের বিকল্প নেই। তাইতো শিক্ষককে সম্মান দেখিয়ে বলা হয় জাতির আলোকবর্তিকা। শিক্ষকের প্রতি সঠিক মর্যাদা, সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদানের উদ্দেশে প্রতিবছর ৫ অক্টোবর পালিত হয় শিক্ষক দিবস। শিক্ষক একজন মানুষ গড়ার কারিগর। তিনি জানেন কিভাবে একজন মানুষকে গড়ে তুলতে হয়। একজন শিক্ষক মানুষের বুদ্ধিমত্তা, আচার আচরণ ও স্বভাব-চরিত্র গড়ে তুলেন। সর্বজনীন মূল্যবোধগুলোও একজন শিক্ষক প্রবাহিত করেন তার সন্তানতুল্য শিক্ষার্থীদের মাঝে। শিক্ষক, শিক্ষার্থীর ভিতরের সুপ্ত প্রতিভা আবিষ্কার করে তা বিকশিত করতে সাহায্য করেন। জীবন মানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে জীবনযুদ্ধ মোকাবেলা করে বিজয়ী হবার রসদও যুগিয়ে দেন শিক্ষক। তাই শিক্ষককে সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া জাতির জন্যই গৌরবের ও মর্যাদার। শিক্ষককে সম্মানদানের বোধ সর্বজনীন হয়ে ওঠুক। শিক্ষকেরা এমন কোন কাজ করবেন না যা তাদেরকে শিক্ষার্থীর কাছে ছোট করবে। শিক্ষকেরা নৈতিকতায় বলিয়ান হয়ে শিক্ষার্থীদেরকেও নীতিবান করবেন।

খ্রিস্টমণ্ডলী সর্বজনীন হলেও এর নবায়ন দরকার পড়ে। পোপ ফ্রান্সিস সাধু যোসেফের পর্বদিনে (১৯ মার্চ, ২০২২) 'মঙ্গলসমাচার প্রচার' শীর্ষক প্রৈরিতিক সংবিধানটি আনুষ্ঠানিক ভাবে জারি ও প্রকাশ করেন এবং ২০২২ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুন, পঞ্চাশত্তমী পর্বদিন থেকে কার্যকরী বলে ঘোষণা করেন। 'মঙ্গলবার্তা ঘোষণা' নামক প্রৈরিতিক সংবিধানটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে কাথলিক মণ্ডলীর প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আরও মঙ্গলবার্তা-মুখী, মঙ্গলবার্তা-ভিত্তিক এবং মঙ্গলবার্তা-ঘোষণামুখী করে তোলা। আর এ মঙ্গলবার্তা গ্রহণে সবার যেমন অংশগ্রহণ থাকবে তেমনি তা প্রচারেও সবার সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকুক। আসলে কাথলিক মণ্ডলী (স্থানীয়/বিশ্বজনীন) প্রশাসনিকতা থেকে পালকীয়তায় নিমগ্ন হলে মঙ্গলসমাচার প্রচার আরো বেশি সর্বজনীন হয়ে ওঠবে॥ †

প্রভু বললেন: " তোমাদের অন্তরে যদি সর্ষে-বীজের মতো এতটুকু ঈশ্বর-বিশ্বাসও থাকত, তাহলে তোমরা তো এই তুঁত গাছটাকে বলতে পারতে: 'তুমি এখান থেকে নিজেকে শেকড়সুদ্ধ তুলে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রের মাঝখানেই বসাও'! আর গাছটাও তখন তোমাদের কথা মেনে নিত!" - লুক ১৭:৬

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

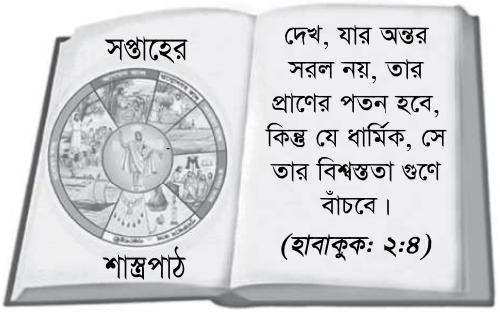

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২ - ৮ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

২ অক্টোবর, রবিবার
হাবা ১: ২-৩; ২: ২-৪, সাম ৯৫: ১-২, ৬-৯, ২ তিম ১: ৬-৮, ১৩-১৪, লুক ১৭: ৫-১০

৩ অক্টোবর, সোমবার
গালা ১: ৬-১২, সাম ১১১: ১-২, ৭-১০, লুক ১০: ২৫-৩৭

৪ অক্টোবর, মঙ্গলবার
আসিসির সাধু ফ্রান্সিস, *স্মরণদিবস*
গালা ১: ১৩-২৪, সাম ১৩৯: ১-৩, ১৩-১৫, লুক ১০: ৩৮-৪২
অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:*
গালা ৬: ১৪-১৮, সাম ১৬: ১-২, ৫, ৭-৮, ১১, মথি ১১: ২৫-৩০

৫ অক্টোবর, বুধবার
সাধ্বী ফাউস্তিনা কভাল্স্কা, চিরকুমারী
গালা ২: ১-২, ৭-১৪, সাম ১১৭: ১-২, লুক ১১: ১-৪

৬ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার
সাধু ব্রুনো, যাজক
গালা ৩: ১-৫, গীতিকা লুক ১: ৬৯-৭৫, লুক ১১: ৫-১৩

৭ অক্টোবর, শুক্রবার
জপমালার রাণী মারীয়া,
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান হতে:
শিষ্য ১: ১২-১৪, গীতিকা লুক ১: ৪৬-৫৫, লুক ১: ২৬-৩৮
চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের প্রতিপালিকার পর্ব দিবস

৮ অক্টোবর, শনিবার
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রিস্টযাগ
গালা ৩: ২২-২৯, সাম ১০৫: ২-৭, লুক ১১: ২৭-২৮,

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২ অক্টোবর, রবিবার
+ ১৯৪৫ বিশপ তিমথি জন ক্রাউলী সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৬৯ সিস্টার লরেটে ভার্ভিয়ে সিএসসি
+ ২০১৪ ফাদার গ্রেগরিও স্কিয়াভি পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০১৭ সিস্টার জুলিয়েট মার্গারেটা মেন্ডেজ এলইচসি (বরিশাল)

৩ অক্টোবর, সোমবার
+ ১৯৫৭ ফাদার চেসারে কাত্তানের পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০১৮ সিস্টার মেরী মেরিলীন এসএমআরএ (ঢাকা)

৪ অক্টোবর, মঙ্গলবার
+ ২০০৯ সিস্টার ডেলফিনা রোজারিও সিআইসি (দিনাজপুর)

৫ অক্টোবর, বুধবার
+ ১৯৯৩ সিস্টার মেরী আইরিন এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০০৯ ফাদার জভান্নি আব্বিয়াতি এসএক্স (খুলনা)
+ ২০১৯ সিস্টার মারী টুডু এসসি (রাজশাহী)

৬ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৭৭ সিস্টার এম আইরিন আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৭ ফাদার পৌলিন ডেমার্স সিএসসি
+ ২০২০ ব্রাদার রবি পিউরিফিকেশন সিএসসি (ঢাকা)

৭ অক্টোবর, শুক্রবার
+ ১৯৩৫ ফাদার পিটার ডি'রোজারিও সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৪ ফাদার লিও স্যালিভান সিএসসি (ঢাকা)

৮ অক্টোবর, শনিবার
+ ২০০৬ সিস্টার লরেন্সা গমেজ পিমে (রাজশাহী)

খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার

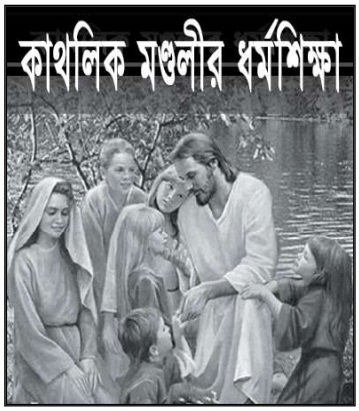

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিরাময়ের সংস্কারসমূহ

॥গ॥ দীক্ষাস্নাতদের মনপরিবর্তন

১৪২৬: খ্রীষ্টেতে মনপরিবর্তন, দীক্ষাস্নানের নবজন্ম, পবিত্র আত্মার দান এবং খ্রীষ্টের দেহ ও রক্ত খাদ্যরূপে গ্রহণ করার ফলে, আমাদেরকে 'পবিত্র ও অনিন্দ্য' করে তুলেছে, ঠিক যেমন খ্রীষ্টবধূ, মণ্ডলীও 'পবিত্র ও অনিন্দ্যনীয়'। তা সত্ত্বেও, খ্রীষ্টীয় জীবনে প্রবেশের মাধ্যমে প্রাপ্ত নবজীবন মানবীয় প্রকৃতির ভঙ্গুরতা ও দুর্বলতা, এমনকি পাপ-প্রবণতা, যা খ্রীষ্টমণ্ডলীর ঐতিহ্য 'কামপ্রবৃত্তি' বলে অভিহিত করে, এগুলো কোনটাই বিলোপ করে না; কামপ্রবৃত্তি দীক্ষাস্নাতদের মধ্যে এমনভাবে থেকে যায় যে, খ্রীষ্টের অনুগ্রহের সাহায্যে খ্রীষ্টীয় জীবন-সংগ্রামে তারা নিজেদের যোগ্য প্রমাণিত করতে, যার দিকে প্রভু আমাদের আহ্বান করতে কখনও ক্ষান্ত হন না।"

১৪২৭: যীশু মনপরিবর্তনের আহ্বান জানান। এই আহ্বান ঐশরাজ্য ঘোষণায় একটি আবশ্যকীয় দিক: "কাল পূর্ণ হল, ও ঈশ্বরের রাজ্য কাছে এসে গেছে; মন পরিবর্তন কর ও সুসমাচারে বিশ্বাস কর"। খ্রীষ্টমণ্ডলীর বাণীপ্রচারে এই আহ্বান প্রথমতঃ তাদেরই প্রতি যারা এখনও খ্রীষ্ট ও তাঁর মঙ্গলসমাচারের পরিচয় পায়নি। তদুপরি, দীক্ষাস্নান হল প্রথম ও মৌলিক মনপরিবর্তনের মুখ্যস্থল। মঙ্গলসমাচারে বিশ্বাস দ্বারা ও দীক্ষাস্নান দ্বারা মানুষ মন্দতা পরিত্যাগ ক'রে পরিত্রাণ লাভ করে, অর্থাৎ সকল পাপের ক্ষমা এবং নবজীবনের দান লাভ করে।

১৪২৮: মনপরিবর্তনের জন্য খ্রীষ্টভক্তদের জীবনে সর্বদাই প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। এই দ্বিতীয় মনপরিবর্তন সমগ্র খ্রীষ্টমণ্ডলীর জন্য এক বিরতিহীন কর্তব্যকাজ, যে-খ্রীষ্টমণ্ডলী "পবিত্র হয়েও পরিশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সর্বদা অনুভব করে এবং পাপীদের বুকে আগলে রেখে প্রতিনিয়ত অনুতাপ ও নবায়নের পথ অনুসরণ করে।" মনপরিবর্তনের এই প্রচেষ্টা নিছক মানবীয় কাজ নয়। এ হচ্ছে 'ভগ্ন চূর্ণ হৃদয়ের' একটি গতিধারা, যা ঐশ অনুগ্রহ দ্বারা আকর্ষিত ও পরিচালিত ভালবাসার সাড়াদান, যে-ভালবাসায় ঈশ্বর আমাদের প্রথম ভালবেসেছেন।

১৪২৯: গুরুকে তিনবার অস্বীকার করার পর সাধু পিতরের মনপরিবর্তন এই সাক্ষ্যই বহন করে। যীশুর অসীম দয়াপূর্ণ দৃষ্টি পিতরকে এনে দেয় অনুতাপের অশ্রুজল এবং প্রভুর পুনরুত্থানের পর তাঁর প্রতি ভালবাসার ত্রিমাত্রিক স্বীকৃতি। দ্বিতীয় মনপরিবর্তনের সমাজগত দিকও রয়েছে, যা সমগ্র খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রতি প্রভুর আহ্বানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে: "মন পরিবর্তন কর"। সাধু আমব্রোজ এই দু'টি মনপরিবর্তনের বিষয়ে বলেন যে, খ্রীষ্টমণ্ডলীতে "জল ও অশ্রুজল রয়েছে: দীক্ষাস্নানের জল এবং অনুতাপের অশ্রুজল"।

ভুল সংশোধন

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর ২০২২ খ্রিস্টাব্দের ৩৪ সংখ্যার ২ নম্বর পৃষ্ঠায় বিপ্র: নম্বর ২৬৩/২২ ফাতেমা রাণীর তীর্থে নিমন্ত্রণ বিজ্ঞপ্তিতে সংযুক্ত হবে "২৮অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দে জীবন্ত ক্রুশের পথ: সকাল ৮টায় এবং মহাখ্রিস্টযাগ হবে সকাল ১০টায়"। এছাড়াও একই খ্রিস্টাব্দের ৩৫ সংখ্যার ২৩ নম্বর পৃষ্ঠায় বিপ্র: নম্বর ২৭৬/২২ বিজ্ঞপ্তিতে মৃত্যুর তারিখ ২৯ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ এর স্থলে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ হবে। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত। -সম্পাদক

পোপ ফ্রান্সিস কর্তৃক জারিকৃত *প্রৈরিতিক সংবিধান: "মঙ্গলবার্তা ঘোষণা"* কার্ডিনালদের সভার প্রতিবেদন

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি

রোমীয় কাথলিক চার্চের প্রধান, পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের আহ্বানে ও সভাপতিত্বে বিগত ২৭, ২৯-৩০ আগস্ট, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ ভাতিকানে কার্ডিনাল-কলেজের সদস্যদের অংশগ্রহণে ধর্মানুষ্ঠান ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাটির একাধিক আনুষ্ঠানিক অধিবেশন ছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে আমিও নিজে উপস্থিত ছিলাম। সুতরাং উক্ত সভা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত একটি প্রতিবেদন দেওয়া সমীচীন বলে মনে করি, কারণ কাথলিক মণ্ডলী নিয়েই সকল অনুষ্ঠান ও আলোচনা হয় এবং এ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ও পরিচয় রাখা সাম্প্রতিককালের খ্রিস্টবিশ্বাসীদের দাবি ও অধিকার। আলোচিত বিষয়গুলো সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর মিলন-সমাজ, অংশগ্রহণ ও মিশন সম্পৃক্ত বিষয়ক বিধায় সবারই তা জানা উচিত কেননা তা গোটা মণ্ডলীর জন্য উপকারে আসবে।

তিন দিনের সভায় যে গুরত্বপূর্ণ অধিবেশনসমূহ অনুষ্ঠিত হয় তা নিম্নরূপ: (ক) নবনিযুক্ত কার্ডিনালদের অধিষ্ঠান-অনুষ্ঠান এবং দু'জন ব্যক্তির সাধুশ্রেণিভুক্তকরণের অনুমোদন (২৭ আগস্ট); (খ) "মঙ্গলবার্তা ঘোষণা" নামক প্রৈরিতিক সংবিধান-এর ওপর চারটি ভাষাভিত্তিক (ইতালিয়ান-৪, ইংরেজি-৪, ফরাসী-২, স্পেনিশ-২) ১২টি দলে ও সাধারণ অধিবেশনে আলোচনা ও সহভাগিতা; (গ) মণ্ডলীর ২০২৫ বছর-পূর্তির জুবিলী ও পুণ্যবর্ষ বিষয়ক আলোচনা।

॥ ক ॥ নবনিযুক্ত কার্ডিনালদের অধিষ্ঠান-অনুষ্ঠান (২৭ আগস্ট)

পোপ ফ্রান্সিস কর্তৃক পূর্বেই ২১জন কার্ডিনালকে মনোনয়ন দান করেন। তাদের মধ্যে ২০জনকে পোপ মহোদয়, সাধু পিতরের মহামন্দিরে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, লাল টুপি, অঙ্গুরী ও উপাধিসূত্রে রোমের একটি চার্চের আসন প্রদান করেন। নব নিযুক্ত কার্ডিনালদের মধ্যে যা লক্ষ্যণীয় তা হল: তারা অধিকসংখ্যক মনোনীত বিশ্বের প্রান্তিক এলাকা, অর্থাৎ যে দেশ ও ডায়োসিস থেকে, যেখান থেকে পূর্বে কোন কার্ডিনাল মনোনীত হয় নি; এবং ২০জনের মধ্যে এশিয়া মহাদেশ থেকেই ৬জন। এই অনুষ্ঠানে আগত সকল কার্ডিনালগণ, এবং বিশপণ, পুরোহিতগণ, কূটনীতিকবৃন্দ, নবনিযুক্ত কার্ডিনালদের অতিথিবৃন্দ ও আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের শেষের দিকে দু'জন ব্যক্তির সাধু শ্রেণিভুক্তিকরণ চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয়।

বর্তমানের কার্ডিনালদের মোট সংখ্যা ২২৯ জন; তার মধ্যে ৮০ বছরের উপরে ৯৭ জন, এবং আশি বছরের নিচে, যাদের পোপ-নির্বাচনে ভোটাধিকার আছে তাদের সংখ্যা ১৩২জন। ভোটাধিকার প্রাপ্তদের মধ্যে ইউরোপ থেকে ৫৪ জন, আমেরিকা (লাতিন+যুক্তরাষ্ট্র+কানাডা) থেকে ৩৮ জন, এশিয়া থেকে ২০ জন, আফ্রিকা থেকে ১৭ জন এবং ওসেনিয়া থেকে ৩ জন)।

॥খ॥ *"মঙ্গলবার্তা ঘোষণা" বিষয়ক* প্রৈরিতিক সংবিধান-এর উপর আলোচনা (২৯-৩০ আগস্ট)

Pope Francis: **Apostolic Constitution *Praedicate Evangelium*** on the ROMAN CURIA and It's Service to the Church in the World.

পোপ ফ্রান্সিস সাধু যোসেফের পর্বদিনে (১৯ মার্চ, ২০২২) "মঙ্গলসমাচার প্রচার" শীর্ষক প্রৈরিতিক সংবিধানটি আনুষ্ঠানিক ভাবে জারি ও প্রকাশ করেন এবং ২০২২ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুন, পঞ্চাশত্তমী পর্বদিন থেকে কার্যকরী বলে ঘোষণা করেন।

পোপ ফ্রান্সিস পোপ হিসেবে নির্বাচিত হন ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মার্চ। নির্বাচনের পূর্বে সপ্তাহব্যাপী কার্ডিনালগণ সভায় মিলিত হন এবং আলাপ আলোচনায় রোমীয় কাথলিক মণ্ডলীর প্রশাসনিক ব্যবস্থা (রোমান কুরিয়া) পুনঃসংস্কার করার জন্য জোর সুপারিশ করেন। তারই ফলশ্রুতিতে পোপ ফ্রান্সিস ৯জন কার্ডিনালদের নিয়ে একটি কার্ডিনাল-কাউন্সিল গঠন করেন। তারা পোপ মহোদয়ের সাথে একত্রে দীর্ঘ আট বছর ধরে কাজ করেন। খসড়া দলিলটি রোমান কুরিয়ার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এবং দেশীয় বিশপ সম্মিলনীসমূহের কাছ থেকে মতামত লাভ করার পর সংবিধানটি চূড়ান্ত করা হয়। "মঙ্গলসমাচার প্রচার" নামক প্রৈরিতিক সংবিধানটি জারি করার ফলে প্রচলিত ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের "উত্তম মেষপালক" নামক সংবিধানটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

নতুন প্রৈরিতিক সংবিধানটি ১০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত একটি দলিল। এখানে আছে ২৫০টি ধারা। এই ধারাগুলো অনুসরণ ক'রে কাথলিক মণ্ডলীর প্রশাসনিক ব্যাবস্থা (রোমান কুরিয়া) সংশ্লিষ্ট বিভাগ, শাখা, প্রতিষ্ঠান, দপ্তর তার নিজস্ব অনুশাসন-বিধি তৈরী করে তা অনুমোদন করে নেবে।

(ক) রোমান কাথলিক মণ্ডলীর প্রশাসনিক ব্যবস্থার (রোমান কুরিয়া) বিশেষত্ব (ধারা ১-৫২)

১. "মঙ্গলবার্তা ঘোষণা" নামক প্রৈরিতিক সংবিধানটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে কাথলিক মণ্ডলীর প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আরও মঙ্গলবার্তা-মুখী, মঙ্গলবার্তা-ভিত্তিক এবং মঙ্গলবার্তা-ঘোষণামুখী করে তোলা। এরই কারণে মণ্ডলীর প্রশাসনিক ব্যবস্থায় প্রথমেই রাখা হয়েছে গুরুত্ব অনুসারে তিনটি **বিভাগ** (ডিকাস্ট্রি): (১) মঙ্গলবার্তা ঘোষণা বিষয়ক; (২) খ্রিস্টবিশ্বাস-নীতি বিষয়ক; (৩) সেবামূলক দয়ার কাজ বিষয়ক।

২. রোমান কাথলিক মণ্ডলীর প্রশাসনিক ব্যবস্থার (রোমান কুরিয়ার) মধ্যে আছে: ভাটিকান রাষ্ট্রের সেক্রেটারিয়েট, বিভাগসমূহ (ডিকাস্ট্রি), প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং দপ্তরসমূহ।

৩. প্রৈরিতিক সংবিধানের নির্দেশনা অনুসারে বিগত বছরগুলোতে প্রশাসনিক নতুন ব্যবস্থা ইতোমধ্যে সুবিন্যস্ত করে প্রায় সবই বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পোপ মহোদয় কাথলিক মণ্ডলীর প্রথম ও প্রধান কর্তৃপক্ষ হিসেবে মণ্ডলীর শিক্ষা-পরম্পরায় এই নির্দেশনার অধিকার তাঁর আছে। ফলশ্রুতিতে, বিভিন্ন কনগ্রেশন, পোপীয় সংস্থা বা কাউন্সিল, প্রভৃতি পুনবিন্যাস করে সর্বমোট ১৬টি **বিভাগ** (ডিকাস্ট্রি) গঠন করা হয়েছে। আর তার সাথে রয়েছে: ন্যায্যতা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান, অর্থ বিষয়ক প্রতিষ্ঠান এবং কয়েকটি দপ্তর।

৪. প্রৈরিতিক সংবিধানের প্রথমদিকে কয়েকটি মৌলিক নীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মণ্ডলীতে প্রতিজন খ্রিস্টবিশ্বাসী যিশুর একজন মিশনারী শিষ্য। এর বলে খ্রিস্টবিশ্বাসী প্রত্যেকে, এমন কি ভক্ত-জনগণকে, কাথলিক মণ্ডলীর প্রশাসনিক ভূমিকায়, পিতরের উত্তরাধিকারী প্রতিনিধি হিসেবে পোপ মহোদয় নিয়োগ দিতে পারবেন।

"প্রতিজন খ্রিস্টবিশ্বাসী, *তার দীক্ষাস্নানের গুণে একজন মিশনারী, যদি সেই ব্যক্তি খ্রিস্টযিশুর* মাধ্যমে *ঈশ্বরের ভালবাসা*

উপলব্ধি করে থাকে। মণ্ডলীর প্রশাসনিক ব্যবস্থার সংস্কারে এই সত্যতা কোন ভাবেই বিবেচনা না করা ঠিক হবে না; অতএব নারী ও পুরুষ ভক্তজনদের অংশগ্রহণ, এমন কি পরিচালনা ও দায়িত্বশীল ভূমিকায়, সুযোগ থাকতে হবে।"

৫. মণ্ডলীর প্রশাসনিক ব্যবস্থা (রোমান কুরিয়া) একদিকে পোপের মাধ্যমে বিশ্বজনীন মণ্ডলীকে সেবা করবে; আবার অন্যদিকে বিশপদের মাধ্যমে স্থানীয় মণ্ডলীকে সেবা করবে।

৬. প্রৈরিতিক সংবিধানের মূল লক্ষ্য ও নীতি গোটা কাথলিক মণ্ডলীর জন্য প্রযোজ্য। তবে কাথলিক মণ্ডলীর রোমান কুরিয়ার জন্য যে বিধান দেয়া হয়েছে তা একদিকে পোপের কাজের সেবার্থে এবং অন্যদিকে স্থানীয় মণ্ডলীর সেবার্থে। অতএব এই মূল লক্ষ্য ও নীতি প্রতিটি স্থানীয় মণ্ডলীতে উপযোগী করে প্রয়োগ করতে হবে।

৭. "মিশনারী শিষ্য" হওয়ার দায়িত্ব হবে প্রশাসনিক কর্মীদের প্রধান আধ্যাত্মিকতা।

৮. মণ্ডলীর প্রশাসন কর্মকাণ্ড সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর প্রক্রিয়া অনুসরণে পরিচালিত হবে।

৯. মণ্ডলীর প্রশাসন-ব্যবস্থায় যাজকও সন্ন্যাসব্রতীর কার্যকাল: যে সমস্ত যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী রোমান কুরিয়াতে কাজ করবেন তারা প্রথমত পাঁচ বছরের জন্য নিয়োগ পাবেন। প্রয়োজনবোধে আরও পাঁচ বছরের জন্য নিয়োজিত হতে পারবেন।

১০. মণ্ডলীর প্রশাসন-ব্যবস্থা অনুসারে প্রতিটি বিভাগ নিয়মিত ভাবে পোপ মহোদয়ের সাথে সভা করবে। আবার আন্তঃবিভাগ পর্যায়েও সংশ্লিষ্ট বিষয় ও সমন্বয়ের জন্য নিজেদের মধ্যে সভা করবে।

১১. মণ্ডলীর প্রশাসন-ব্যবস্থায় যারা কাজ করবেন তাদেরকে অবশ্যই গঠন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে, বিশেষ করে আধ্যাত্মিক, প্রশাসনিক, পেশাদারিত্বে তাদেরকে দক্ষ হতে হবে।

(খ) মণ্ডলীর প্রশাসন-ব্যবস্থার (রোমান কুরিয়ার) বিভাগসমূহ (ধারা ৫৩-১৮৮)

পূর্বে রোমান কুরিয়াতে যেগুলোকে "কনগ্রেশন" বা "পন্টিফিকাল কাউন্সিল" নামে অভিহিত করা হত সেগুলো এখন নতুন প্রৈরিতিক সংবিধান অনুসারে, পুনর্বিন্যাস করে ১৬টি প্রশাসনিক "বিভাগ" অথবা "ডিকাস্ট্রি" বলে নামকরণ করা হয়েছে। এই প্রশাসনিক বিভাগ বা ডিকাস্ট্রিগুলোর নাম এবং প্রতিটি বিভাগের মূল কাজ সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে উল্লেখ করা হল।

(১) মঙ্গলবার্তা ঘোষণা বিষয়ক বিভাগ (ধারা ৫৩-৬৮)

এই বিভাগের মধ্যে আছে দুটো শাখা: (ক) বিশ্বে মঙ্গলবার্তা ঘোষণার মৌলিক বিষয়সমূহ; (খ) মঙ্গলবার্তা ঘোষণার প্রথম ধাপ এবং নতুন নির্দিষ্ট মণ্ডলীসমূহ। প্রতিটি শাখার জন্য থাকবে একজন সহ-প্রধান। বিভাগের প্রধান হিসাবে পোপ মহোদয় সভাপতিত্ব করবেন।

(২) খ্রিস্টবিশ্বাস-নীতি বিষয়ক বিভাগ: (ধারা ৬৯-৭৮)

খ্রিস্টবিশ্বাস ও নৈতিকতার বিষয়ে মণ্ডলীর সমন্বিত শিক্ষা অক্ষুন্ন রেখে মঙ্গলবার্তা ঘোষণার জন্য পোপ মহোদয় ও বিশপদের সাহায্য করে।

(৩) সেবামূলক দয়ার কাজ বিষয়ক বিভাগ: (ধারা ৭৯-৮১)

এই বিভাগের প্রধান কাজ হচ্ছে বিশ্বের দরিদ্র, ঝুঁকিপূর্ণ ও বঞ্চিতদের অগ্রাধিকার দিয়ে, পোপ মহোদয়ের নামে ত্রাণ-সাহায্য ও সহায়তা দান করা।

(৪) প্রাচ্য মণ্ডলী বিষয়ক বিভাগ: (ধারা ৮২-৮৭)

প্রাচীন ও প্রাচ্য কাথলিক মণ্ডলীগুলোর ব্যক্তিবর্গ ও বিষয়াদি সম্বন্ধে দেখাশুনা করা এই বিভাগের মূল কাজ।

(৫) ঐশ-উপাসনা ও সংস্কারসমূহের নিয়মাবলি বিষয়ক বিভাগ (ধারা ৮৮-৯৭)

এই বিভাগে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার নবায়ন অনুসারে ঐশ-উপাসনা ও পবিত্র সংস্কারসমূহের নিয়মকানুন যাচাই করা, উপাসনা-অনুষ্ঠানের দেখভাল করা এবং মণ্ডলীর পবিত্র উপাসনা-অনুষ্ঠান বিধিসম্মত কি-না তা পরীক্ষা করা হয়।

(৬) সাধু শ্রেণিভুক্তকরণ বিষয়ক বিভাগ (ধারা ৯৮-১০২)

অনুমোদিত প্রক্রিয়া অনুসারে এই বিভাগটি ধন্য ও সাধু শ্রেণিভুক্ত করার সমস্ত বিষয় দেখাশুনা করে। প্রয়োজনে ডায়োসিসগুলোকে এ কাজে সাহায্য করে।

(৭) বিশপগণ বিষয়ক বিভাগ (ধারা ১০৩-১১২)

"মঙ্গলবার্তা ঘোষণা বিষয়ক বিভাগ"-এর অন্তরায় না হয়ে এই বিভাগটি ডায়োসিস সংক্রান্ত বিষয় ও বিশপ মনোনয়ন ও গঠন, এবং বিশপের অফিস, বিশপ সম্মিলনী, আদলিমিনা ভিজিট, প্রভৃতির দায়িত্বভার পালন করে।

(৮) যাজক-সম্প্রদায় বিষয়ক বিভাগ (ধারা ১১৩-১২০)

যাজক ও ডিকন সংক্রান্ত বিষয় এই বিভাগের উপর ন্যস্ত আছে। যাজকদের আহ্বানও গঠন-প্রশিক্ষণ, পালকীয় সেবাকর্ম, যাজক-ব্যক্তি, ইত্যাদি এই বিভাগের আওতাধীন।

(৯) উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতী সংঘ ও প্রৈরিতিক জীবনব্রতী সংঘ বিষয়ক বিভাগ (ধারা ১২১-১২৭)

মঙ্গলসমাচারে সুমন্ত্রণা অনুযায়ী জীবনাহ্বান বৃদ্ধি, উৎসাহদান এবং নির্দেশনা প্রদান করে এবং উৎসর্গীকৃত জীবনযাপন এবং প্রৈরিতিক সংঘের জীবন ও কাজের জন্য নিয়মনীতি অনুমোদন করে।

(১০) মণ্ডলীর ভক্তজনগণ, পরিবার ও মানবজীবন বিষয়ক বিভাগ (ধারা ১২৮-১৪১)

এই বিভাগের কাজ হচ্ছে: ভক্তজনগণের প্রৈরিতিক কাজ, যুবাদের পালকীয় যত্ন, ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে পরিবার ও তার মিশন, প্রবীণ, জীবন-রক্ষা, প্রভৃতি দেখা-শুনা করা। এই কাজে বিভাগের কর্মকর্তাগণ স্থানীয় মণ্ডলী ও বিশপ সম্মিলনীর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে কাজ করে।

(১১) খ্রিস্টীয় ঐক্য বিষয়ক বিভাগ (ধারা ১৪২-১৪৬)

সমগ্র খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মধ্যে ঐক্য পুনরুদ্ধারের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহণ করে। এই কাজ শুধু কাথলিক মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং অন্য মণ্ডলী ও মাণ্ডলিক সম্প্রদায়ের সাথে একত্র হয়ে আন্তঃমাণ্ডলিক কর্মসূচি গ্রহণ করে।

(১২) আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক বিভাগ (ধারা ১৪৭-১৫২)

অন্য ধর্মের মানুষের সাথে এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা গঠিত বিভিন্ন দলের সাথে সংলাপের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে ও তাদের সম্পর্কের তত্ত্বাবধান করে। (ইহুদী ধর্মের সাথে সংলাপ খ্রিস্টীয় ঐক্য বিষয়ক বিভাগের আওতাভুক্ত)।

(১৩) সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক বিভাগ (ধারা ১৫৩-১৬২)

এই বিভাগে সংস্কৃতি ও শিক্ষার জন্য দু'টো ভিন্ন শাখা আছে। সংস্কৃতি বিষয়ক শাখার মধ্যে আছে সংস্কৃতির উন্নয়ন, পালকীয় কার্যসূচি এবং সংস্কৃতির ঐতিহ্য বিস্তার। শিক্ষা বিষয়ক শাখার মধ্যে আছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কাথলিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণামূলক মাণ্ডলিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রভৃতি বিষয়ে মৌলিক নীতিমালা প্রণয়ন। উভয় শাখার জন্য সাধারণ লক্ষ্য হচ্ছে খ্রিস্টীয় নৃতত্ত্বের আলোকে জনগণের মানবিক মূল্যবোধের উৎকর্ষ সাধন তথা পূর্ণ খ্রিস্টীয় শিষ্যত্ব বাস্তবায়নে অবদান রাখা।

(১৪) সমন্বিত মানবোন্নয়ন বিষয়ক বিভাগ (ধারা ১৬৩-১৭৪)

সমন্বিত মানবোন্নয়নের যে কাজ এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত, তা হল: ঈশ্বর-প্রদত্ত মানবব্যক্তির মর্যাদার উৎকর্ষসাধন; যার

সাথে সম্পৃক্ত আছে: মানবাধিকার, স্বাস্থ্য, ন্যায্যতা এবং শান্তি। যে বিষয়গুলো অর্থনৈতিক ও মানবশ্রমের সঙ্গে সংযুক্ত সেগুলো, সৃষ্টি এবং সর্বসাধরণের বসতবাটি ধরিত্রীর যত্ন, অভিবাসী ও মানবিক দুর্যোগ সম্পর্কিত, প্রভৃতি বিষয়গুলো এই বিভাগের আওতাভুক্ত। এই বিষয়ের সাথে জড়িত আছে মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা মূল্যায়ন, উপযোগীকরণ ও সম্প্রসারণ করার দায়িত্ব।

(১৫) বিধানিক দলিল বিষয়ক বিভাগ (ধারা ১৭৫-১৮২)

এই বিভাগের কাজ হল: মণ্ডলীর আইন সংহিতা বা ক্যানন ল' বিধানের অর্থ ব্যাখ্যা করা ও তা গ্রহণ করতে মণ্ডলীকে সাহায্য করা। আইন বিষয়ে অন্যান্য রোমান কুরিয়ার বিভাগ, ডায়োসিস/এপারখিয়েট, বিশপ সম্মিলনীকে সাহায্য প্রদান করে এই বিভাগটি তার কর্তব্য পালন করে।

(১৬) যোগাযোগ-মাধ্যম বিষয়ক বিভাগ (ধারা ১৮৩-১৮৮)

প্রৈরিতিক পুণ্যদপ্তরের সামগ্রিক যোগাযোগ মাধ্যমের অবকাঠামোগত ও কার্যক্রমের মধ্যে ঐক্য বিষয়ে দেখাশুনা করে। ডিজিটাল মিডিয়ার উন্নয়ন, তথ্যের ঐক্য এবং আন্তঃকার্যক্রমের প্রেক্ষাপটে মঙ্গলবার্তা ঘোষণা করার জন্য বিভাগ তার দায়িত্ব পালন করে।

(গ) অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরসমূহ (ধারা ১৮৯-২৫০)

***ন্যায্যতা বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ* (ধারা ১৮৯-২০৪):** ন্যায্যতা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, এ্যাপোস্টলিক পেনিটেনসিয়ারি, এ্যাপোস্টলিক সিগনাতুরা বিষয়ক সুপ্রিম ট্রাইবুনাল, রোমান রোটা বিষয়ক ট্রাইবুনাল।

***আর্থিক বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ* (ধারা ২০৫-২২৭)):** অর্থ বিষয়ক কাউন্সিল, অর্থ বিষয়ক সচিবালয়, মণ্ডলীর সম্পত্তির প্রশাসন, প্রধান অর্থ-নিরীক্ষকের কার্যালয়, গোপনীয় বিষয়াদি সম্পর্কিত কমিশন, অর্থ বিনিয়োগকারী কমিশন।

***দপ্তরসমূহ* (ধারা ২২৮-২৩৭):** পোপের বাসগৃহ সংক্রান্ত, পোপের দ্বারা অনুষ্ঠিত উপসনা-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত, পোপের নির্বাচনের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত কার্ডিনাল কামেরলেঙ্গো বিষয়ক।

***অন্যান্য বিষয়* (ধারা ২৩৮-২৫০):** মাণ্ডলিক উকিলবর্গ সম্পর্কিত, পোপের পুণ্য-দপ্তরের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠান, প্রশাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে নির্দেশনা।

॥ গ ॥ মণ্ডলীর ২০২৫ বর্ষপূর্তির জুবিলী ও পুণ্যবর্ষ বিষয়ক উপস্থাপনা (৩০ আগস্ট)

জুবিলী সব সময়ই জনগণের একটি ঘটনা বলে পরিচিত। পোপ অষ্টম বনিফাস ১৩০০ খ্রিস্টবর্ষকে পুণ্যবর্ষ হিসেবে প্রথমবার ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণা এসেছে রোমীয় জনগণের চাহিদা থেকে। জনগণ চেয়েছিল পাপের পূর্ণ ক্ষমা, ঈশ্বরের দয়া এবং "পাপের পূর্ণদণ্ডমোচন"। পরবর্তীতে ১৪৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে পোপ দ্বিতীয় পল প্রত্যেক ২৫ বছর অন্তর অন্তর "পুণ্যদ্বার" উন্মোচন এবং পিতর ও পলের সমাধিতে তীর্থ করার ব্যবস্থা রোমে প্রচলিত হয়েছিল।

ধারণা করা হচ্ছে যে, বর্তমানকালের পরিস্থিতিতে আগামী ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ জুবিলী হবে মণ্ডলীর জন্য পালকীয় একটি বিশেষ অনুগ্রহের মুহূর্ত যখন খ্রিস্টবিশ্বাসী জনগণ তাদের বিশ্বাস, লোকভক্তি ও আধ্যাত্মিকতা প্রকাশের এক সুবর্ণ সুযোগ পাবে। অবশ্যই এই জুবিলী হতে হবে সঠিক ধর্মশিক্ষার আলোকে।

সাম্প্রতিক জগতের অবস্থা সর্বক্ষেত্রে যদিও শুভ নয় তথাপি এ অবস্থা তীর্থের পরিপন্থী নয়, কেননা তীর্থ সবসময় *প্রত্যাশা* জাগ্রত করে। বর্তমান কালের সকল নেতিবাচক পরিস্থিতিতে একমাত্র প্রত্যাশাই পারে সকল অবস্থার রূপান্তর ঘটাতে। এই প্রসঙ্গে প্রবক্তা ইসাইয়ার কথা স্মরণ করতে পারি: "সত্যি, ঈশ্বরই আমার পরিত্রাণ, আমি ভরসা রাখব, ভীত হব না; কারণ প্রভুই আমার বল ও শক্তি, তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ (১২:২)।"

পোপ ফ্রান্সিস ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের জুবিলীর জন্য যে মূলভাব বেছে নিয়েছেন তা হল: "প্রত্যাশার তীর্থযাত্রী"। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: "যে আশা আমরা দান রূপে পেয়েছি তা উজ্জীবিত করতে হবে, নতুন শক্তি ও নিরাপত্তা লাভের জন্য অপরকে সাহায্য করতে হবে, যেন তারা ভবিষ্যতের দিকে উন্মুক্ত চিত্তে তাকাতে পারে, তারা যেন পেতে পারে ভরসাপূর্ণ হৃদয় ও দুরদর্শী দর্শন। আসছে জুবিলী প্রত্যাশার একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে, নবায়ন ও নব জন্মের জন্য ভরসা জাগাতে পারে, যা আমরা কতো জরুরিভাবে বাসনা করছি। এ কারণে আমি জুবিলীর মটো হিসেবে বেছে নিয়েছি: 'প্রত্যাশার তীর্থযাত্রী'।"

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যথার্থই সমীচীন যে, ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষটি হবে ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত নিসীয় মহাসভার ১৭০০ বছরের পূর্তি। এই স্মরক-অনুষ্ঠান আন্তঃমাণ্ডলিক একটি ভাব দেবে, কেননা এই মহাসভাটি খ্রিস্টতত্ত্ব বিষয়ক বিশ্বাসমন্ত্র মণ্ডলীতে প্রথমবারের মতো চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়েছিল যা আজ পর্যন্ত সর্বখ্রিস্টবিশ্বাসীদের ঐক্যের চিহ্ন হয়ে আছে। জুবিলী বর্ষে এই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করবে।

"প্রত্যাশার তীর্থযাত্রী" মূলভাবকে ঘিরে জুবিলী হবে তিন বছর ব্যাপী। ইতোমধ্যে "মঙ্গলবার্তা ঘোষণা বিষয়ক বিভাগ, শাখা-ক" তিন বছরের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। মটো ও লগো নির্ধারিত হয়েছে; জুবিলী-সঙ্গীত রচিত হয়েছে; যুবাদের দিকে তাকিয়ে "ডিজিটাল সংস্কৃতিতে প্রবেশ করার প্রথম উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে; ডিজিটাল মিডিয়ার মধ্যদিয়ে কীভাবে তীর্থযাত্রী হওয়া যায় তার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

পোপ মহোদয় আগামী বছর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের স্বর্গারোহন পর্ব দিনে (২১ মে), সাধু পিতরের মহামন্দিরে "পুণ্যদ্বার" উন্মুক্ত করে আনুষ্ঠানিক ভাবে জুবিলী ঘোষণা করবেন। এর পরপরই প্রত্যেক ডায়োসিসে কাথিড্রাল গির্জার দ্বার উন্মোচিত হবে।

২০২৩ খ্রিস্টবর্ষ: দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার ৬০ বছর পূর্তিতে, ভাটিকান মহাসভার শিক্ষার পুনঃআবিষ্কার করার পরিকল্পনা রয়েছে, কেননা মণ্ডলীতে এখনও সেই শিক্ষা অনেকটাই অনাবিষ্কৃত হয়ে আছে। এই বছরে বিশেষ করে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার চারটি সংবিধান অধ্যয়ন করা হবে নির্দেশিত সহায়িকার মাধ্যমে।

২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ: উৎসর্গ করা হবে প্রার্থনা-বর্ষ হিসেবে। "প্রভুর প্রার্থনা"র উপর ভিত্তি করে বছরটি পালনের জন্য সহায়িকা প্রদান করা হবে।

২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ: তীর্থ যাত্রা, সমন্বিতভাবে রোমান কুরিয়ার বিভিন্ন বিভাগ জুবিলী বর্ষের জন্য সাধারণ ক্যালেণ্ডার প্রস্তুতি করবে, যেখানে থাকবে রোম নগরীতে বিভিন্ন দল বা শ্রেণির জন্য তীর্থযাত্রা। তীর্থযাত্রা শুধু রোমে অনুষ্ঠিত হবে তা নয়। প্রতিটি স্থানীয় মণ্ডলী, তার আপন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি অনুসারে, নিজস্ব ভাষা ও প্রতীক-চিহ্নের মাধ্যমে জনগণ প্রকাশ করবে তাদের খ্রিস্টবিশ্বাস, তারা সাক্ষ্যদান করবে এবং উৎসব-উদ্‌যাপন করবে।

পরিশেষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের উক্তি উদ্ধৃত করে বলি: "জুবিলী সবসময়ই এমন একটি ঘটনা যা মণ্ডলীর জন্য আধ্যাত্মিক, মাণ্ডলিক এবং সামাজিক তাৎপর্য বহন করে। তৃতীয় সহস্রাব্দের প্রথম পঁচিশ বছর পূর্তি যতোই এগিয়ে আসছে ততোই আমরা আহ্বান পাচ্ছি প্রস্তুতিপর্বে প্রবেশ করতে যেন খ্রিস্টান জনগণ পুণ্যবর্ষের পালকীয় বিভিন্ন দিকের অভিজ্ঞতা লাভে সক্ষম হয়। জুবিলীর আধ্যাত্মিক দিক, যা আমাদেরকে মনপরিবর্তন করতে আহ্বান জানায়, তা যেন আমাদের সামাজিক জীবনের মৌলিক দিকগুলো সম্পৃক্ত হয়ে জীবনের সামগ্রিকতার অঙ্গভুক্ত হয়। যে-জগত ঈশ্বর আমাদের হাতে চাষাবাদ ও রক্ষা করার জন্য দিয়েছেন, সেখানে আমরা যেন সবাই তীর্থযাত্রী রূপে উপলব্ধি করি; আমাদের যাত্রাপথে সৃষ্টির সৌন্দর্য এবং এই পৃথিবী যে আমাদের সবার অভিন্ন বসতবাটি – এই কথা ধ্যান করতে আমরা যেন কোনদিনও ভুলে না যাই।"

"মঙ্গলবার্তা ঘোষণা বিষয়ক বিভাগ, শাখা-ক"-এর প্রধান, কার্ডিনাল রিনো ফিসিচেল্লা'র উপস্থাপিত বক্তব্যের আলোকে সংক্ষিপ্ত আকারে রচিত॥

বিশ্বাসের জীবনে রক্ষী দূতগণ

ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী

খ্রিস্টীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও বিশ্বাস অনুসারে আমাদের প্রত্যেকের একজন রক্ষী দূত আছে। আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তারা আমাদের নীরবে ও সরবে (বিভিন্ন ব্যক্তি ও ঘটনার মধ্যদিয়ে) সহায়তা দিয়ে থাকেন। তারা সব সময় আমাদের পাশে পাশে থাকেন ও রক্ষা করেন। বাইবেলে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনা, মণ্ডলীর ইতিহাস, ঐতিহ্য ও বিশ্বাসে জীবন যাপনের ক্ষেত্রে রক্ষী দূতদের ভূমিকা স্মরণীয় ও লক্ষ্যণীয়। রক্ষী দূতদের অস্তিত্ব ও উপস্থিতি, ধারণা ও তাদের প্রতি বিশ্বাস শুধুমাত্র বাইবেল ও খ্রিস্টানদের মধ্যেই চলমান নয়, অন্য ধর্ম ও গ্রীক দর্শনে তা পাওয়া যায়। ঈশ্বর স্বর্গে যেমন দূত বাহিনীর দ্বারা বেষ্টিত ও প্রশংসিত তেমনি তারা পৃথিবীতে মানুষকে সহায়তা ও নিরাপত্তা দানে রত।

বাইবেলে রক্ষী দূতদের ধারণা ও অস্তিত্ব: বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মে দূতদের অস্তিত্ব, উপস্থিতি ও তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। এমনকি যিশু নিজেও দূতদের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছেন *(মথি ১৮:১০)*। বাইবেলের ঘটনাবলী আমাদের কাছে প্রকাশ করে রক্ষী দূতদের অস্তিত্ব, উপস্থিতি ও কার্যক্রম নিশ্চিত করে যে ঈশ্বরের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দূতগণ প্রেরিত হয়ে থাকে। আর দূতগণ তাদের সহায়তা নিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকেন ও চলেন।

পুরাতন নিয়ম: ঈশ্বর স্বর্গদূতদের মধ্যদিয়ে শুভ সংবাদ নিয়ে আসেন যা ঘটেছিল আব্রাহামের জীবনে *(আদি ১৯)*; আবার তিনি দূতদের মধ্যদিয়েই ন্যায়, অন্যায় বিচার করেন, তিনি লোটকে রক্ষা করে, বিপথগামী সদোমবাসীর অনিষ্ট করেছেন *(আদি ১৯)*। ঈশ্বর মোশীকে বলেন; "আমার দূত তোমার আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে *(যাত্রা ৩২:৩৪)*।" ঈশ্বর দূতদের সহায়তায় রক্ষা করেন; "ঈশ্বর তাঁর দূতদের আজ্ঞা দেবেন এবং তুমি যেখানেই যাবে তারা তোমাকে রক্ষা করবে *(সাম ৯১:১১)*।" ঈশ্বরের দূত মানুষকে পরিচালনা করেন ও তাদের উদ্দেশ্য সকল পূরণ করেন *(যোব ৩৩:২৩-২৬)*। ঈশ্বরের দূত মানুষকে পরিচালনা করেন ও তাদের উদ্দেশ্য সকল পূরণ করেন *(যোব ৩৩:২৩-২৬)*।

নতুন নিয়ম: নতুন নিয়মে দূতদের অস্তিত্ব ও উপস্থিতি আরও বেশি সক্রিয়। দূতগণেরাই ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী। জগতে যিশুর জন্ম সংবাদ কুমারী মারীয়ার কাছে বহন করে এনেছেন ঈশ্বর-দূত *(লুক ১:২৬-৩৮)*। যিশুর শিক্ষায় দূতদের উপস্থিতি আরও নিশ্চিত হয়। "দেখো, তোমরা আমার এই নম্র মানুষদের মধ্যে একজনও তুচ্ছ করো না, কারণ আমি তোমাদের বলছি যে, স্বর্গে তাদের স্বর্গদূতেরা সব সময় আমার স্বর্গীয় পিতার মুখের দিকে চেয়ে আছেন *(মথি ১৮:১০)*।" এমনকি যিশুকেও দূতেরা গেৎসিমানী বাগানে সহায়তা দিয়েছেন *(লুক ২২:৪৩)*। সাধু পিতরও কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন দূতের সহয়তায় *(শিষ্যচরিত ১২: ৫-১৫)*। এভাবেই মানব মুক্তির ইতিহাস ও দৈনন্দিন জীবনে দূতগণ তাদের সহায়তা দিয়ে রক্ষা করে আসছেন।

বিশ্বাসের জীবনে রক্ষী দূতগণ: বাইবেলীয় ও মাণ্ডলিক ইতিহাস ও ঐতিহ্যে রক্ষী দূতগণ মানব জীবনে বিশ্বাসে চলার পথে বিশেষ জায়গা দখল করে আছে। মাণ্ডলিক জীবনে দূতগণের উপস্থিতি ও সহায়তা খুবই জীবন্ত। রবিবাসরীয় উপাসনার বিশ্বাস মন্ত্র (নিসিয়) উচ্চারণে আমরা স্বীকার করি ঈশ্বর দৃশ্য ও অদৃশ্য সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা। এখানেও দূতগণের উপস্থিতি আমরা বিশ্বাসে স্বীকার করি। বাইবেলীয় ধারা ও ব্যাখ্যায় এটা প্রতীয়মান হয় যে, দূতগণ দু'টি কারণে সৃষ্ট হয়েছে; ১. ঈশ্বরের প্রশংসা ও ২. মানুষের সহায়তা (সেবা) করতে। আর এতেই বুঝা যায়, দূতগণ আমাদের রক্ষা করতে সৃষ্টি হয়েছে ও মর্তে ও স্বর্গে সুখী হতে সর্বক্ষণ সহায়তা দান করেন।

রক্ষী দূতেরা শক্তিশালী আধ্যাত্মিক ব্যক্তি, যিনি/যারা আমাকে/আমাদের অভিভাবক হয়ে রক্ষা করেন। মণ্ডলীতে ২ অক্টোবর রক্ষী দূতদের পর্ব পালন করা হয়। রক্ষী দূতদের পর্ব পালনও মণ্ডলীতে পালিত পর্বগুলোর মধ্যে অতিব পুরাতন। পোপ ৫ম পল (১৬ মে ১৬০৫-২৮ জানুয়ারি ১৬২১) এর পোপীয় শাসনকালে মণ্ডলীর উপাসনার পঞ্জিকায় পর্বটি পালন শুরু হয়। পবিত্র বাইবেল, মণ্ডলীর ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং বিশ্বাসের জীবনে রক্ষী দূতগণের পর্ব পালন ও বিশ্বাসের কয়েটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ।

ক) রক্ষী দূতের অস্তিত্ব ও উপস্থিতি: পবিত্র বাইবেলে অনেক জায়গাতেই রক্ষীদূতদের অস্তিত্ব ও উপস্থিতি নিশ্চিত করে। এমনকি যিশু নিজেও দূতদের কথা বলেছেন *(মথি ১৮:১০; যোহন ১:৪৭-৫১)*। প্রেরিত শিষ্য পিতরের কারাগার থেকে মুক্তি ও কার্যক্রম (শিষ্যচরিত ১২: ৫-১৪)। এতেই প্রমাণ হয় যে, আদি মণ্ডলী থেকেই রক্ষী দূতের প্রতি বিশেষ বিশ্বাস ও ভক্তি লক্ষ্যণীয়। আমরা এই বিশ্বাসেই বড় হয়েছি রক্ষী দূত সব সময় আমাকে রক্ষা করে। আমাদেরকে বলা হয় রক্ষী দূতের কাছে সহায়তা প্রার্থনা করতে। ধর্মশিক্ষায় বলা হয়, রক্ষী দূত আমাদের পাশে সব সময় থাকেন ও রক্ষা করেন।

খ) আমাদের সবার একজন রক্ষী দূত আছে: বাইবেল অনুসারে সব দূতদের কাজ একই নয়। কোন দূত বা মহাদূতেরা বিশেষ কাজের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। আর সেই অনুসারে তারা আমাদের সহায়তা ও রক্ষা করেন। আমরা তিন মহাদূতদের নামসহ বাইবেলে উল্লেখ পাই। মহাদূত মাইকেল প্রবক্তা দানিয়েল *(দানিয়েল ৭:৯-১৪; ১০:১৩; প্রত্যাদেশ ১২:৭-১২)*, রাফায়েল তার নিরাময়কারী সহায়তা ও প্রশংসা *(তোবিদ ১২:১৫-২২)* ও গাব্রিয়েল বার্তা বাহক হয়ে *(লুক ১:২৬-৩৪)*। দূতদের এই কার্যক্রমই বলে দেয় মানুষের জন্য তারা ঈশ্বরের মঙ্গল ও রক্ষার কাজ করছেন, তেমনিভাবে আমাদের প্রত্যেকের একজন করে রক্ষীদূত আছে, যা ঈশ্বর নিজেই মনোনীত করেছেন আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের সাথে থেকে রক্ষা করতে।

গ) রক্ষী দূত আমাদের স্বর্গের পথে পরিচালিত করে: দূতগণ আমাদের রক্ষা করেন ও সুপথে চলতে প্রেরণা ও নির্দেশনা দান করেন যাতে করে আমরা স্বর্গের পথে ধাবিত হতে পারি। দূতগণ আমাদের সুপথে চলতে কখনই জোর করেন না ও আমাদের জন্য কোন সিদ্ধান্ত নেয় না, কেননা আমরা স্বাধীন। আমরা যেন সর্বদা সুপথে চলে ভাল কাজ করি ও স্বর্গের পথে চালিত হই, তারজন্য তারা নীরব ও বিশ্বস্ত নির্দেশক ও মন্ত্রণাদাতা।

ঘ) রক্ষী দূত আমাদের কখনোই পরিত্যাগ করেন না: ঈশ্বর আমাদের তাঁর পরম ভালবাসায় ও নিজ প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন *(আদি. ১:২৬-২৮)* ও যত্ন নিতে একজন করে রক্ষী দূত দিয়েছেন, যারা সর্বদা আমাদের রক্ষা করেন ও নিরাপদে রাখেন। এমনিভাবেই ব্যক্তি ও মাণ্ডলিক জীবনে দূতগণ আমাদের রক্ষা করেন। ঈশ্বর যে আমাদের সঙ্গে সর্বদা আছেন রক্ষী দূতদের উপস্থিতিও একটা প্রমাণ। যিশু বলেন; "আমি যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছি *(মথি ২৮: ২০)*।"

ঙ) রক্ষী দূতগণ আমাদের রক্ষা প্রাচীর: রক্ষী দূতগণ আমাদের পাশে থেকে তাদের সর্বশক্তি দিয়ে আমাদের রক্ষা করেন। তারা আমাদের জন্য শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেও দ্বিধা করেন না *(প্রত্যাদেশ ১২:৭-১২)*। দূতগণ আমাদের যোদ্ধা, যারা তাদের সমস্ত শক্তি ও সাহস নিয়ে আমাদের জন্য যুদ্ধ করেন। তারা আমাদের শক্তি ও সাহস যোগান যখন আমরা একাকী নিঃসঙ্গ ও সমস্যায় জর্জরিত থাকি। তারাই আমাদের জীবন যুদ্ধে চলতে প্রেরণা ও শক্তি। ঈশ্বর নিজেই আমাদের সাথে যোগাযোগ ও রক্ষা করতে রক্ষী দূত দিয়েছেন। আমাদের উচিৎ তাদের কণ্ঠস্বর শোনা ও নির্দেশিত পথে চলা।

ঈশ্বর রক্ষী দূতগণকে আমাদের রক্ষাকারী ও পথপ্রদর্শক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত। এই বিশ্বাস প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। প্রাচীন ইহুদি ধর্ম ও ঐতিহ্য, খ্রিস্টীয় ধর্ম বিশ্বাস ও ঐতিহ্যে দূতগণের অস্তিত্ব, উপস্থিতি ও তাদের প্রতি বিশ্বাস পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। মণ্ডলীর পিতৃগণ ও ট্রেন্ট মহাসভা (১৫৪৫-১৫৬৩) স্বীকার করে যে, প্রত্যেকজন মানুষের একজন করে রক্ষী দূত আছে। অন্যদিকে মাণ্ডলিক পঞ্জিকায় সংযুক্ত ও পালনীয় পর্বের মধ্যে রক্ষী দূতগণের পর্ব অতিব পুরাতন। জগতের বড় বড় প্রাচীন ধর্মগুলোও রক্ষী দূতগণের অস্তিত্ব উপস্থিতি ও কার্যক্রমে বিশ্বাসী। জীবন পথে সঠিকভাবে চলতে আমাদের দরকার হয় নির্দেশনা ও সহায়তা। রক্ষী দূতগণ প্রতিনিয়ত আমাদের শক্তি সাহস ও নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন সঠিক ও সত্য পথে চলতে। আমরা যেন তাদের কণ্ঠস্বর শুনি ও নির্দেশিত পথে চলে জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়ে আনন্দে জীবন যাপন করি॥ ৯০

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার তত্ত্বকথা

গৌরমোহন দাস

শারদীয় দুর্গাপূজা আসছে– বহুদিন আগে থেকেই মনের মধ্যে অনুরণন! দিন যেনো আর শেষ হয় না! ৩ মাস, ২ মাস পেরিয়ে আর মাত্র ১৫ দিন, ১৪ দিন, ১৩ দিন এভাবে গুণতে গুণতে গোণার দিন শেষ হয়। আসে শারদীয় দুর্গোৎসব! আর পূজা আসলেই মনটা ছুটে যায়– জলমগ্ন পুকুর, ডোবা, খাল-বিল, হাওর-বাওর বেষ্টিত গ্রাম এলাকায়। যেখানে জন্মেছি, বড় হয়েছি সেই অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জের কথাই বলছি। ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি– সেখানে পূজার বহু দিন আগে থেকেই চলতো মা-বৌদিদের ব্যস্ততা! পূজার প্রসাদি দ্রব্য ও অতিথি আপ্যায়নের জন্য মুড়ি, মুড়কি, নাড়ু, পিঠা, নারকেলের সন্দেশসহ হরেক রকম মিষ্টি তৈরির কাজে নিযুক্ততা! পূজার সময় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের আসা-যাওয়া হয়; তখন বাড়িতে অতিথি আসা মানেই বাড়তি আনন্দ যোগ হয়! নৌকায় এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে শারদীয় দুর্গাপূজা দেখতে যাওয়া ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই! প্রাইমারি স্কুলে পড়ার সময় পাল তোলা নৌকায় অন্য গ্রামে পূজা দেখতে যেতাম। তাই পূজার দিনে সকাল থেকেই নতুন জামা কাপড় পরে রেডি থাকতাম। কার সাথে, কখন পূজা দেখতে যাবো! আর সে কথা বার বার মা-বাবাকে জিজ্ঞাসা করতাম বলে বড়দাদারাও বিরক্তি বোধ করতেন! মা-বাবা, বড় দাদারাসহ গ্রামের আরো কিছু লোকজন মিলে অন্য পাড়ায় পূজা দেখতে যেতাম। সবাই মিলে পূজাঙ্গনে প্রসাদ নিতাম, কী যে আনন্দ লাগতো তখন! এখনও আমাদের গ্রামাঞ্চলে- দলে দলে মা-বোনেরা মিলে পূজো দেখতে গিয়ে প্রণামের পূর্বে সমবেত উলুধ্বনি! প্রসাদ আস্বাদনের আনন্দ চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে!

সনাতনধর্মীয় সকল মাঙ্গলিক কাজে পিতৃপুরুষের আশীর্বাদ নেয়া হয়। আর তাই শারদীয় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার পূর্বে আশ্বিন কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ থেকে ১৫ দিন পিতৃপক্ষ। সে সময় ব্যস্ততা কিংবা কোনো কারণে করতে না পারলে শেষ তিথি অমাবস্যা বা মহালয়ায় তর্পণ বিধিতে জল দান করে, আমাদের পিতৃ পুরুষদের স্মরণ করি। তর্পণের যে প্রণামমন্ত্র ও প্রার্থনার মন্ত্রসমূহ রয়েছে সেখানে দেখতে পাই- যেহেতু তৃণগুচ্ছ পর্যন্ত সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি হয়েছে; সেহেতু তৃণগুচ্ছ পর্যন্তই এক আত্মা বিরাজমান। তাই পিতৃপুরুষগণের আত্মার শান্তির জন্য, যত জীব আছে সকলের শান্তির জন্য তর্পণের জল উৎসর্গ করা হয়। এতে গত জন্মে যারা আমার শত্রু ছিল, পাপাসিক্ত ছিল, তাদের জন্যও মঙ্গল ও শান্তি প্রার্থনা করা হয়। এ ভাবে ত্রিভুবনের সকল প্রাণের শান্তি কামনা করা হয়। দেবীপক্ষের সূচনালগ্নে সনাতনীগণের এমন উদার প্রার্থনায় শ্রীশ্রী চণ্ডীপাঠের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয় মহালয়া।

শ্রীশ্রীচণ্ডী মতে– দেবী দুর্গার অনেকগুলি হাত। তাঁর অষ্টাদশভুজা, ষোড়শভুজা, দশভুজা, অষ্টভুজা ও চতুর্ভূজা মূর্তি দেখা যায়। তবে দশভুজা রূপটিই বেশি পরিচিত।

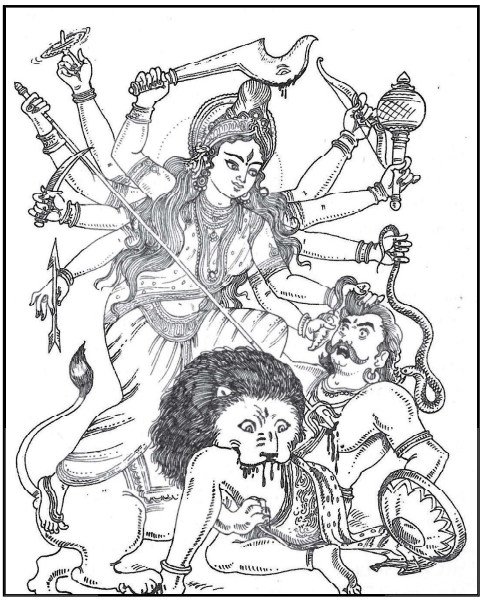

মায়ের হাত দশটি, দশ হাতেই আবার অস্ত্র ধারণ করে আছেন তাই তার আরেক নাম- 'দশপ্রহরণধারিণী'। দেবী দুর্গার বাম দিকের হাতে- ত্রিশূল, খড়্গ, চক্র, বাণ, ধনুক। আর ডান দিকের পাঁচ হাতে আছে– শঙ্খ, ঢাল, ঘণ্টা, অঙ্কুশ, নাগপাশ অস্ত্র। শাস্ত্র মতে– উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, ঈশান, বায়ু, অগ্নি, নৈঋত, ঊর্ধ্বঃ, অধঃ। দশ দিক সমানভাবে সামলানোর প্রতীক মা দুর্গা। আর সে কারণেই মায়ের দশ হাত। আমাদের সমাজে একজন নারী অর্থাৎ সন্তানের লালন-পালন থেকে শুরু করে যেভাবে সংসার সুন্দর করে সাজিয়ে তুলেন। তারা দশভুজারই অপর রূপ বলে সম্ভব হয়। তবে অনেকের মনের প্রশ্ন- দেবী দশভুজা হওয়া সত্ত্বেও তার মূর্তি ভাঙলে মূর্তি নিজেকে বাঁচাতে পারে না, অন্যকে বাঁচাবে কী করে? এতে প্রমাণ হয় মূর্তির কোন শক্তি (power) নেই। এর উত্তর হলো- মূর্তি নিছক মূর্তিই। মূর্তি কখনও ঈশ্বর নন। ঈশ্বর অব্যয়, অক্ষয়। মূর্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। মূর্তিকে ঈশ্বর মনে করা বোকামি। আর অবুঝ সন্তান বাবা-মাকে আঘাত করলে বাবা-মা কিছু বলেন না, সেটাই মনে করে। কারণ এত ছোট বাচ্চা বা অবুঝ কিছু বোঝে না। আর কেউ কোনো দেশের রাষ্ট্রপতির ছবি গোপনে পোড়ালে এর মানে এই নয় যে, সে রাষ্ট্রপতির শক্তি নেই। ত্রিভূবন বিজয়ী অপশক্তি সম্পন্ন মহিষাসুরের সাথে দেবী যুদ্ধ করেছিলেন কিন্তু শুভশক্তি সম্পন্ন মায়ের শক্তির কাছে পরাজিত হয়। কারণ অশুভ ও আসুরিক শক্তি ক্ষণস্থায়ী, এক সময় তাকে যথার্থ ফলভোগ করতেই হয়। আমাদের হা-হুতাশে মা এ জগতে আসেন না, তাঁর সময় হলেই তিনি এসে আমাদেরকে কৃপা করে যান।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার অন্যতম অঙ্গ হলো কুমারীপূজা। কুমারীপূজা কেন? কুমারী কন্যা নমস্য। কুমারীপূজার তাৎপর্য হলো নারী দেবী বা শক্তির উৎস। মেয়েরা মায়ের জাতি, তারা শুধু পারিবারিক, সামাজিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, ভোগ্য নয়; নারী-দেবী, ভগবতী, জগৎ জননী। কামনা-লালসার সামগ্রী নয়। মাতৃ আসনে তথা পূজনীয় দৃষ্টিতে দেখার জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত 'কুমারী পূজা' করা হয়। মা দুর্গাকে যেমন অর্চনা করা হয় তেমনি কুমারী কন্যাকে মাতৃ আসনে বসিয়ে শক্তি প্রার্থনা করা হয়। মনুসংহিতায় আছে- 'যত্র নার্যস্ত পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ' অর্থাৎ যেখানে মায়েরা পূজিত বা সমাদৃত হন সেখানে দেবতারা আনন্দে বিরাজ করেন। নারীজাতিকে মায়ের আসনে অধিষ্ঠিত করার প্রয়াস-ই শ্রীশ্রী কুমারী পূজার আয়োজন।

কৃষি সম্প্রসারণ তথা প্রকৃতি দেবীপূজার উপকরণ থাকে দেবীর পূজায়। কলা, কালোকচু, হলুদ, জয়ন্তী, বেল, ডালিম, অশোক, মানকচু, ধান নয়টি ঔষধি বৃক্ষ। নাম দিয়েছেন– নবপত্রিকা। অজ্ঞতায় অনেকে এ নবপত্রিকাকে কলাবউ বা গণেশের বউ বলে থাকেন, কেউবা না বুঝে হিন্দুরা গাছের পূজা করে বলে থাকুন। যা মোটেও ঠিক নয়। আবার বাহন– প্রাণিকুলের সিংহ, হাঁস, ময়ূর, পেঁচা, ইঁদুর, ষাঁড় ছোটো-বড়ো প্রভৃতি প্রাণী দেবীর সঙ্গে শোভিত হচ্ছে। কেন? কারণ প্রকৃতির সুরক্ষায় সে সব প্রাণীর ভূমিকা যেমনি অপরিসীম তেমনি সিংহ-ষাঁড়কে, ময়ূর-সাপকে, কিংবা পেঁচা-ইঁদুরকে দেখেও তেড়ে না এসে, হিংসা-বিবাদ ভুলে গিয়ে মায়ের আদর-শাসনে একত্রে রয়েছে; তারা আমাদেরও একত্রে থাকার শিক্ষা দিচ্ছে। প্রকৃতির দেবী বলে অপর নাম শাকম্ভরী। প্রকৃতি পূজায় গাছপালা ও প্রাণীগুলির প্রতি ভালোবাসা থাকার শিক্ষা দেয়, তাদের প্রতি যত্নশীল হওয়ার শিক্ষা দেয়। আমাদের জীবনও সুস্থ, সুন্দর ও শান্তিময় হয়। তাই তো হাজার বছর পূর্বে আর্য-ঋষিগণ বিভিন্ন প্রাণী ও প্রকৃতি পূজার বিধান করে দিয়েছেন।

শারদীয় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা সর্বজনীন উৎসব। দুর্গাদেবীর সাথে অন্যান্য দেব-দেবীও আছে। মন্ত্রেও সর্বজনীনতা– "তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ।" দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহারেও রয়েছে সর্বজনীনতা, সকলের সম্পৃক্ততা। সপ্তঘাটের জল থেকে শিশির কণা, দেবদ্বার, বেশ্যাদ্বারের 'মৃত্তিকা' অনেক কিছু শ্রীশ্রীদুর্গাপূজায় লাগে। কারণ সব মিলেই সমাজ। বেশ্যাদ্বারের মাটি কী ও কেন লাগে তা না জেনে কেউ ভিন্নভাবে প্রয়োগ করলে

কিছু করার নেই। অথচ শাস্ত্রে বলা হয়েছে, কাঞ্চী দ্বারাবতীচৈব অবন্তিকাচ মথুরা/অযোধ্যা মায়াতীর্থঞ্চ দ্বারকাতীর্থ মে বচ।/ এতানি সপ্তানি সপ্তবেশ্যা প্রকীর্তিতা॥ এর অর্থ হলো- কাঞ্চী, দ্বারাবতী, অবন্তী, মথুরা, অযোধ্যা, মায়াতীর্থ, দ্বারকা এই সপ্তস্থান সপ্তবেশ্যা বলে খ্যাত। তন্ত্রোক্ত মহানির্বাণতন্ত্রের বচনে- "অভিষিক্তা ভবদ্বেশ্যা ন বেশ্যা কুলটা প্রিয়ে, রৌববং নরকং ব্রজেৎ॥" এখানে বেশ্যা শব্দটি কুলটা নয়, কুলটা বেশ্যা রৌরব নরকে গমন করে। দশমহাবিদ্যায় পূর্ণাভষিক্তি ব্রহ্মবাদিনী নারীকেই এখানে বেশ্যা বলা হচ্ছে। "বেশ্যা ন তু পতিতায়াং বেশ্যং ত্রিলোকং ততৌ বেশ্যা॥" এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে বেশ্যা মানে পতিতা নয়; ত্রিলোক যাঁর বশে তিনিই বেশ্যা।

লক্ষ্য ও মনে রাখার বিষয় হলো– হিন্দুরা মূর্তি বা প্রতিমা পূজা করে না, প্রতিমাতে/মূর্তিতে পূজা করে। যেমন : আগুনকে এমনিতেই ধারণ করা যায় না। তার জন্য একটা মাধ্যম কাঠ, কয়লা, কাগজ, সলতে ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়। ঠিক তেমনি মূর্তি ব্যবহার, আবার নিরাকার উপাসনা করা যায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১২/৫ শ্লোকে শ্রীভগবান বলেছেন– ক্লেশোমইধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।/ অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ অর্থাৎ যারা অব্যক্ত নির্বিশেষ ব্রহ্মের আরাধনা করেন, তাদের সিদ্ধিলাভ অধিকতর কষ্টসাধ্য। কারণ, দেহধারী জীবদের পক্ষে ব্রহ্মে মনস্থির করা কঠিন ও দুঃখময়। কিন্তু মূর্তি সামনে থাকলে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা সহজ হয়। প্রকৃত পক্ষে মূর্তিকে পূজা করা হয় না। ঈশ্বরকে কল্পনা করেই পূজা করা হয়। মূর্তি বা প্রতিমা শুধু মনকে স্থির করে। যেমন– চিত্র না এঁকে উপপাদ্য প্রমাণ করা কঠিন। চিত্র থাকলে প্রমাণ করা সহজ। তাছাড়া মোবাইলে কথা বলার সময় মোবাইলে চুমু দিলে মা-বাবা, সন্তান বা ঘনিষ্ঠ কোন প্রিয়জন দূর থেকে খুশি হয়, তবে মূর্তির সামনে ভক্তিভরে আরাধনা করলে ঈশ্বর খুশি হবে না কেন? সাকার-নিরাকার যেভাবে ভজনা করে ভগবান সেভাবেই তাকে তুষ্ট করে থাকেন। প্রতিমার মাধুর্যতা, পূজকের মনের শুদ্ধ ভক্তি নিবেদন এবং পবিত্র স্থানে পূজা একান্ত প্রয়োজন।

দেবীর কাঠামোতে সুর বা দেবশক্তি লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, চালচিত্রে আছেন মঙ্গলকারী শিব; আছে অসুর শক্তি মহিষাসুর এবং তাঁদের বাহনেও রয়েছে শান্তি শিক্ষার কথা। সমাজের নীচু থেকে উঁচু শ্রেণির পেশায় নিয়োজিত সকলের অংশগ্রহণ থাকে এ পূজায়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে আনন্দ উপভোগ করে, একসঙ্গে দাঁড়িয়ে পূজায় মায়ের চরণে অঞ্জলি নিবেদন করে। ষষ্ঠী থেকে দশমী তিথি পর্যন্ত ৫ (পাঁচ) দিনব্যাপী মহাসমারোহে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। কারণ পূজা– ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক করার উত্তম পথ। আমাদের জীবনে প্রয়োগের অভাবেই অশান্তি। আর সকল অশুভ শক্তি তথা অসুরকে পরাজিত করে, দশমী তিথিতে বিজয় লাভ করে। এ শুভ শক্তির জয়-ই শুভ বিজয়াদশমী। শুভ বিজয়ায় চলে অবাধ মিলন। সনাতন ধর্মাবলম্বীগণ সকল ধর্মমতের লোকজনের সাথে উদারচিত্তে শুভেচ্ছা বিনিময় করে। দর্পণ বিসর্জনের পর মা মহামায়ার অপার শক্তিময়ী মাতৃমণ্ডলী শক্তির প্রতীক সিঁদুর দেবীর চরণে উৎসর্গ করে একে অন্যের কপালে ছোঁয়ায়। আর আনন্দের সাথে একে অন্যের শান্তির জন্য প্রার্থনা করে। ঐক্যের সুতায় এই উৎসব সকলের মিলন মেলায় পরিণত হয়। তাই এই উৎসব একটি সর্বজনীন ও জাতীয় উৎসব। এই উৎসবের যথার্থ শিক্ষা নিয়ে পথ চললে সমাজে শান্তি বিরাজ অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীশ্রীদুর্গা মায়ের অপার করুণা! মাতৃ করুণাতেই যতক্ষণ আমরা মায়ের সাথে থাকি ততক্ষণ আমাদের কারো দুঃখ থাকে না। মাতৃ ক্রোড়েই সন্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ শান্তির স্থল, মাতৃ স্পর্শে সন্তান শান্তি লাভ করে। মায়ের মমতা ও ভালবাসায় মা মহামায়া সবার মনে প্রকৃত 'শান্তি' দান করুন। শান্তিময়ী এই দেবীর কাছে প্রার্থনা। সবার ত্রিবিধ শান্তি হোক॥

লেখক: সাংগঠনিক সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ
বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি।

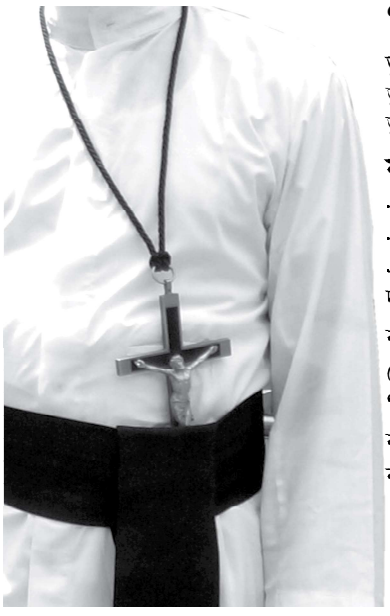

"পোষ্ট এইচএসসি, ডিগ্রী বা অনার্স পর্যায়ে যারা অধ্যায়নরত"

তুমি নিমন্ত্রিত। তুমি কি একজন অবলেট সন্ন্যাস-ব্রতী যাজক বা ব্রাদার হতে চাও?
তুমি কি অবলেট হয়ে জনগণ তথা ঈশ্বরের জন্য কাজ করতে চাও?
তুমি কি এসএসসি, এইচএসসি কিংবা ডিগ্রী পর্যায়ে পড়াশুনা করছো?

যদি তুমি হ্যাঁ বল..... তবে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর।

- তোমার ব্যক্তিগত কোন সম্পদ থাকবে না কিন্তু তোমার জীবন ভরে উঠবে অমূল্য সম্পদে।
- তোমার নিজের বলে কোন সময় থাকবে না, কিন্তু তোমার জীবন হবে পূর্ণ।
- ব্রতজীবন একটি আহ্বান, একটি চ্যালেঞ্জ, একটি নিমন্ত্রণ, আরও অর্থপূর্ণ জীবনের জন্যে, দীন-দরিদ্রের মাঝে সুখবর প্রচারের জন্য।

বাংলাদেশ অবলেট সংঘের ফাদারগণ প্রতি বছরের মতো এই বছরও **"এসো দেখে যাও"**এর প্রোগ্রামের দিন ও তারিখ নির্ধারণ করেছেন **১৮ অক্টোবর হতে ১২ নভেম্বর ২০২২** পর্যন্ত। **"এসো দেখে যাও"** অনুষ্ঠিত হবে ঢাকা এবং সিলেট ধর্মপ্রদেশের মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়ায় লক্ষ্মীপুর মিশনে। যে সকল যুবক ভাইয়েরা ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিতে চায়, দয়া করে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সময়: ১৮ অক্টোবর হতে ১২ নভেম্বর ২০২২ (ঢাকা ও সিলেট)
আগমন: ১৮ অক্টোবর, মঙ্গলবার, বিকাল ৬ টার মধ্যে
স্থান: অবলেট সেমিনারী, ২৪/এ, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা

আহ্বান পরিচালক
ফাদার পিন্টু কস্তা ওএমআই
মোবাইল: ০১৭১৫-২৪৪৭৯৬
০১৭৪২-২৪৯২৪২

ফাদার রকি কস্তা ওএমআই
পরিচালক (অবলেট সেমিনারী)
মোবাইল: ০১৭১৫-৪৩৭৭৭৭
ফাদার সুবাস কস্তা ওএমআই
মোবাইল: ০১৮২২৮৬৭৬৮৬

ফাদার সুবাস গমেজ ওএমআই
সুপিরিওর, ডি' মাজেনড স্কলাসটিকেট
মোবাইল: ০১৭১৬-৫৮৬৪১৪
ফাদার দিলীপ সরকার ওএমআই
মোবাইল: ০১৭১১-৯২০০০৪

বিজ্ঞ/২৮৫/২২

দেবী মাহাত্ম্য

শাপলা বণিক

"যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা
নমস্থ্যৈ নমস্থ্যৈ নমস্থ্যৈ নমো নমঃ"

অর্থাৎ যে দেবী সকল জীবের মধ্যে শক্তিরূপে বিরাজমান তাকে নমস্কার, তাকে বার বার নমস্কার করি। সনাতন ধর্ম বা হিন্দু ধর্ম এসেছে সনাতন বা চিরন্তন শব্দ থেকে (অর্থাৎ যা পূর্বে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে)। সনাতন বা হিন্দুধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গা পূজা। দেবী দুর্গা আদ্যাশক্তি মহামায়ার রূপ। দুর্গা ("যিনি দুর্গতি বা সংকট থেকে রক্ষা করেন", ও যে দেবী দুর্গম নামক অসুরকে বধ করেছিলেন)। পরমাপ্রকৃতি, বিশ্বের আদি কারণ ও মহাদেবপত্নী দেবী দুর্গা, বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে দেবী দুর্গা পরম আরাধ্য, তাঁর এক রূপ মমতাময়ী মাতার, আরেক রূপ অসুর বিনাশিনী অর্থাৎ অশুভ শক্তিকে নাশ করে পৃথিবীতে শুভ শক্তির জয় তিনি করেন বলে ধর্মপ্রাণ ভক্তদের এই বিশ্বাস। তিনি অসহায় ও নিপীড়িতের আশ্রয়দানকারী বলেও গণ্য হন। পুরাকালে রম্ভ নামে এক অসুর মহাদেবকে প্রীত করে তাঁর কাছে ত্রিলোক– বিজয়ী এক পুত্র প্রার্থনা করেন, মহাদেবের বরে রম্ভের মহিষাসুর নামক এক পুত্র হয়। কালক্রমে মহিষাসুর দুর্দান্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে। সে ব্রহ্মার আরাধনা করা শুরু করে। ব্রহ্মাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করে অমরত্বের বর চায়, কিন্তু ব্রহ্মদেব তাকে অমরত্ব দানে অপারগতা প্রকাশ করেন। এরপর মহিষাসুর ব্রহ্মার কাছে প্রার্থনা করেন ত্রিলোতেকর কোন পুরুষ যেন তাকে হত্যা করতে না পারে। ব্রহ্মা তাকে এই বর দিয়ে প্রস্থান করেন।

এরপর মহিষাসুর নিজেকে অজেয় ভাবতে শুরু করে। স্বর্গ-মর্তের সবকিছু নিজ বাহু বলে দখল করে নেয়। স্বর্গ রাজ্য থেকে দেবতাদের বিতাড়িত করে দেয়। স্বর্গরাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে দেবতারা ভগবান বিষ্ণুর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে, বিষ্ণু তাঁদের বলেন, ব্রহ্মার বরে মহিষাসুর পুরুষজাতীয় যে কোন জীবের অবধ্য। কিন্তু সমস্ত দেবতার তেজ থেকে যদি কোন পরমাসুন্দরী নারী সৃষ্টি হয় তবেই মহিষাসুরকে বধ করা যাবে। পরবর্তীতে দেবতাদের মিলিত প্রার্থনায় অপূর্ব লাবণ্যময়ী অষ্টাদশ হস্তা নারী সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও অন্যান্য দেবতার তেজ থেকে সৃষ্টি হয় এই নারী শক্তির। সকল দেবতা তাঁদের নিজ নিজ অস্ত্রসমূহ তাঁকে দান করেন। মহিষাসুর এই মহাশক্তি সম্পন্না নারীর সংবাদ পেয়ে তাঁকে তার সম্মুখে আনবার জন্য দূত প্রেরণ করে অকৃতকার্য হলে তার সেনাপতিদের দেবীর নিকট প্রেরণ করে। কিন্তু তারা দেবীর নিকট যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হয়। এতে করে মহিষাসুর প্রচণ্ড ক্ষেপে যায় এবং নিজেই দেবীর সাথে যুদ্ধ করতে যায়। দেবীর সাথে মহিষাসুরের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধে দেবী মহিষাসুরকে তিনবার বধ করেন। প্রথ মবার অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডা রূপে, দ্বিতীয়বার ভদ্রকালী রূপে এবং তৃতীয়বার দশভুজা দুর্গা রূপ ধারণ করে। মহিষাসুরকে বধ করে দেবী দুর্গার নাম হয় মহিষাসুরমর্দিনী। এভাবে মহিষাসুরকে বধ করে দেবী দুর্গা দেবতাদের স্বর্গরাজ্য দেবতাদের নিকট ফিরিয়ে দেন এবং ত্রিলোকে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই ধরা-ধামে বিভিন্ন রূপে দেবী দুর্গার পূজার্চনা করা হয়। সাধারণ শরৎকাল ও বসন্তকালেই দুর্গাপূজা হয়ে থাকে। শরৎকালে যে দুর্গাপূজা করা হয় তাকে বলা হয় 'অকালবোধন'। রামচন্দ্র অকালে দেবীর বোধন করে রাবণ বধের জন্য এই পূজা করেছিলেন। অপরদিকে রাবণ চৈত্রমাসে বসন্তকালে এই পূজা করতেন। সে জন্য এই পূজা বাসন্তী পূজা নামে খ্যাত। দেবী দুর্গা মাতৃরূপিনী, শক্তিরূপিনী। তিঁনি ভক্তের মনের বাসনা পূরণ করেন। দুর্গার পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্রে বলা হয়:

আয়ুরারোগ্যং বিজয়ং দেহি দেবি নমস্তুতে।
রূপং দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।
পুত্রান দেহি ধনং দেহি সর্ব্বকামাংশ্চ দেহি মে।।

(হে ভগবতী, আপনাকে প্রণাম করি, আপনি আমাকে রোগমুক্ত করুন, বিজয়ী করুন, যশ ও সৌভাগ্য প্রদান করুন, পুত্র ও ধন দিন এবং আমার সকল কামনা পূর্ণ করুন।) উপরের আলোচ্য দুর্গা মন্ত্রে আমরা দেখতে পাই, দেবী দুর্গা একজন নারী শক্তির প্রতীক হলেও তার নিকট আমরা পুত্র সন্তান কামনা করছি। সন্তান কামনা না করে সরাসরি পুত্র সন্তানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে আমাদের সমাজে বিরাজমান পুরুষতান্ত্রিকতার প্রতিফলন দেখা যায়। তবে এ বিষয়ে আলোচনাকে দীর্ঘায়িত না করে দেবী মাহাত্ম্যেই ইতি টানছি। শ্রী শ্রী চণ্ডীতে দেবী দুর্গার ১০৮টি রূপের বর্ণনা রয়েছে। তাঁর বাহন সিংহ। যুগে যুগে দুষ্টের দমন ও সৃষ্টির পালনের জন্য তিনি বিভিন্ন রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। দেবী দুর্গার মাতৃরূপ ও শক্তিরূপকে আমার শত কোটি প্রণাম।

তথ্যসূত্র:

১. কালিকা পুরাণ
২. মার্কণ্ডেয় পুরাণ
৩. পৌরাণিক অভিধান : সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত
৪. পুরাণ কোষ : নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী॥

লেখিকা: প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
নটর ডেম কলেজ, ঢাকা

বাংলার মুজিব

সপ্তর্ষি

বাংলাকে গড়তে সোনার বাংলা করে
বাংলার দুঃসময়ে পাশে দাঁড়িয়েছিলে
জনগণের কল্যাণে নিজে ব্যস্ত থেকে
অঙ্গীকার করেছিলে নিজ স্বার্থ ভুলে।

বাংলার মানুষ যখন হয়েছিল অসহায়
পাকিস্তানী শোষক শত্রু সেনার সামনে
বাংলার উত্তাল জনসমুদ্রে পিচঢালা পথে
চেতনার ধ্বনি শুনিয়েছিলে অগ্নিঝরা কণ্ঠে।

একদিকে শোষক আরেক দিকে শোষিত
বলেছিলে আমি শোষিত মানুষের পক্ষে
আলাদা করোনি নিজেকে জনগণের থেকে
জনগণ ও বাংলার মাটিকে আপন করে।

একই সুতায় বেঁধেছিলে বাংলার মানুষকে
সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে ছিলনা তোমার কথাতে
তাই তো ইতিহাস আজও বার বার বলে
বঙ্গবন্ধু মুজিব বাংলার, বাংলা মুজিবের।

অনুভূতি খেলাঘর

যিশু বাউল

যে অনুভূতি বেঁচে থাকে
সেখানে থেকে কবিতার জন্ম হয়,
যে অনুভূতি ম্লান হয়ে যায়
সেখান থেকেও কবিতা হয়।
যে অনুভূতির স্মৃতিময় বাসরে জীবন্ত থাকে
সেটিও কবিতা হয়ে কথা বলে-
যে অনুভূতি শুকিয়ে যায়
সেখানেও বেঁচে থাকার স্বপ্নদলে কবিতা কথা বলে।

আকাল, দুর্ভিক্ষ, খরা জল্লোচ্ছ্বাস,
ভূমিকম্পের মধ্যেও
কবিতার বেঁচে থাকে আপন আপন আদর্শ
আর সৌন্দর্য নিয়ে,
শুধুই বেঁচে থাকার আনন্দ গানে
শুধুই পথ চলার ছন্দময় জীবনে
শুধুই জীবনকে অনুভূতির খেলাঘরে
নতুন জীবন গড়ার অন্বেষণে।

দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গা ও বাঙালির দুর্গাপূজা

উৎপল চন্দ্র মন্ডল

দুর্গা পূজা সনাতন ধর্মলম্বীদের জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। পাশাপাশি বাঙলির সংস্কৃতি ও বাঙালির জাতীয় উৎসবগুলির মধ্যে অন্যতম উৎসবে পরিণত হয়েছে। প্রত্যেক বাঙালি সারা বছর অপেক্ষায় থাকে সর্বজনীন দুর্গোৎসবের। শরৎকালে ঢাকের তাল পূজোর আমেজ ছুঁয়ে যায় বাঙালির হৃদয়। দুর্গাপূজা ধর্মীয় পরিমণ্ডল ছাপিয়ে জাতীয় ও সামাজিক জীবনে অনেকটুকু প্রভাব বিস্তার করে চলছে যুগ যুগ ধরে।

আমার আলোচনায় দেবী দুর্গার সৃষ্টিতত্ত্ব, দুর্গাপূজার প্রচলন এবং এই উৎসব কিভাবে বাঙালির প্রাণের উৎসব হয়ে উঠেছে এই বিষয় গুলিতে সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করব।

দুর্গা দেবীর সৃষ্টি রহস্যঃ

হিন্দু দর্শনে বর্ণিত পরমেশ্বরী শক্তিরূপ মহামায়া। ঈশ্বর সৃষ্টি, পালন, সংহার, জন্মলীলা প্রভৃতি কর্ম এই মহাশক্তির সাহায্যেই সম্পাদন করে থাকেন বলে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস।

এই মহামায়ার সংহার রূপ মহীষাসুর বিনাশকারী দশভুজা দেবী দুর্গা। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের নিকট দেবী দুর্গা মহাশক্তির প্রতিক। ভক্তরা প্রতিমার মধ্যে চিন্ময়ী ব্রহ্মাশক্তিকে দেবীরূপে দর্শন করে পূজো করেন।

যা দেবী সর্বভুতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নম নমঃ।
অর্থাৎ সর্বভুতে বিরজমান মাতৃরূপি,
শক্তিরূপি, বিদ্যারূপি দেবী আপনাকে নমস্কার করি।
নমঃ সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানাং শক্তিভুতে সনাতনী
গুনাশ্রয়ে গুনময়ে দেবী নারায়ণী নমোস্তোতে

সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের সনাতনী শক্তি, হে দেবী আপনি সকল গুণের আধার সকল গুণে গুণান্বিত আপনাকে নমস্কার।

ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে
শরণ্যে ত্রম্বকে গৌরি নারায়ণ নমোহস্ততে।

মর্কেণ্ডায় পুরানে দেবী দুর্গার সৃষ্ট তত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। একদা স্বর্গরাজ্যে অসুরদের দখলে চলে গেলে অসুরগণ দেবতাদের স্বর্গ থেকে বিতারিত করে নানারকম নিপীড়ন চালাতে থাকে। দুর্বিসহ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে দেবরাজ ইন্দ্রসহ সব দেবতাগণ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলে ব্রহ্মা সব শুনে মহাদেব শিবকে সঙ্গে করে ভগবান বিষ্ণুর নিকট যান। বিষ্ণুর নির্দেশে সকল দেবগণ নিজ নিজ তেজকে জাগ্রত করেন। সেই সমষ্টিগত তেজ হতে নারীরূপে মহামায়া দুর্গা আবির্ভুত হোন। তার সৃষ্টির কারণ সম্পন্ন করতে আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথীতে অসুররাজ মহিষাসুরকে নিধন করে স্বর্গরাজ্য দেবতাদের ফিরিয়ে দেন।

দশভুজা দেবী দুর্গা সকল জীবের দূর্গতি নাশ করে বলে দেবীকে দূর্গতিনাশিনীও বলা হয়। দেবী দুর্গাকে ভক্তগণ বিভিন্ন নামে আরাধনা করে থাকেন। যেমন মহিষাসুর মর্দিনী, সিংহবাহিনী, পার্বতী, মহালক্ষ্মী, দশভুজা, কালিকা, ভারতী, গিরিজা, চন্ডি, উমা, হিমাবতী, শিবানী, যোগশক্তি প্রভৃতি নামেও দেবী পুজিত হোন।

দুর্গাপূজার প্রচলনঃ

সাধারণত আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপাদ তিথীতে দেবীর বোধন মহালয়ার মাধ্যমে শারদীয় দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। এর পর মহাষষ্ঠী, মহাসপ্তমী, মহাঅষ্টমী ও মহানবমী তিথিতে দেবী পূজিত হোন। বিজয়া দশমীতে ঘট বিসর্জন ও দেবী বিসর্জনের মধ্য দিয়ে দেবীপক্ষের সমাপ্তি ঘটে।

তবে প্রচলিত এই দুর্গাপূজাকে "অকাল বোধন" নামে অবহিত করা হয়। বছরের এই সময়টাতে দেবতাগণ ঘুমে মগ্ন থাকেন। ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র লংকারাজ রাবনের হাত থেকে সীতাদেবীকে উদ্ধারের জন্য দেবীকে অসময়ে আহ্বান করে ১০৮টি নীল পদ্ম দিয়ে পূজা করে দেবীর আশীর্বাদ প্রাপ্ত হোন এবং যুদ্ধে রাবনকে নিধন করে মা সীতাকে উদ্ধার করেন। সেই থেকে শরৎকালেই দুর্গাপূজার প্রচলন হয়। তবে এখনও কোন কোন স্থানে চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে চার নবরাত্রিতে দুর্গাপূজা হয়ে আসছে যা বাসন্তী দুর্গাপূজা নামে পরিচিত।

লোকনাথ ডিরেক্টরি পুঞ্জিকা মোতাবেক ২০২২ খ্রিস্টাব্দের সর্বজনীন দুর্গোৎসব ২৫ সেপ্টেম্বর মহালয়ার মাধ্যমে মাতৃপক্ষের আরম্ভ। এই বৎসর দেবীর আগমন হবে গজে (হাতিতে) চড়ে, শাস্ত্র মতে যার অর্থ শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা। আর দেবী নৌকায় চড়ে কৈলাসে ফিরে যাবেন যা অতিবৃষ্টি বন্যা ইত্যাদিকে নির্দেশ করে। ৩০ সেপ্টেম্বর মহাপঞ্চমী থেকে ৫ অক্টোবর বিজয়া দশমীতে দেবী বিসর্জনের মাধ্যমে পূজার আনুষ্ঠানিকতা সমাপ্ত হবে।

বাঙালির প্রাণের উৎসব দুর্গাপূজাঃ

বিগত কয়েক শতকে দুর্গাপূজা বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, ঝারখণ্ড, বিহার ও ওড়িশা রাজ্যে বিশেষ সমারোহে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেখানে বাঙালি হিন্দুদের বাস রয়েছে সেখানে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

একটা সময় ছিল, দূর্গাপুজা সমাজের বিত্তবান ব্যক্তিগণ ও জমিদারগণ পারিবারিকভাবে এই পুজোর আয়োজন করতো। পুজা উপলক্ষে যাত্রাপালা, লাঠিখেলা ও মেলার আয়োজন করা হতো যেখনে সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করতো। কালক্রমে এখন সকল শ্রেণি, পেশার মানুষ এই পূজোর আয়োজন করে চলছে। কোথাও কোথাও সংঘের মাধ্যমে ও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এই পূজার আয়োজন করা হয়।

পূজার আচার, পুষ্পাঞ্জলি ইত্যাদি আনুষ্ঠানিকতা সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষ করলেও এর উৎসবে সকল ধর্মের মানুষের সতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। গ্রামে-শহরে সব জায়গায় সবার অন্তরে পূজোর আমেজ বিরাজ করে।

বাঙালির পূজোর সময়টাতে আত্মীয়-স্বজনের সমাগম ঘটে। মা দুর্গা যেমন তার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে মর্তে আসেন একইভাবে বিবাহিত হিন্দু মেয়েরা সন্তান সন্ততি নিয়ে বাপের বাড়ি বেড়াতে আসে। সারা পাড়াময় হই হুল্লোর পরিবেশ।

পূজার নাড়ু-সন্দেশে তো প্রত্যেক বাঙালি মাত্রই যেন অলিখিত অধিকার। হিন্দুদের পাশাপাশি আমার এলাকায় খ্রিস্টান বাড়িগুলিতেও নাড়ু তৈরি করতে দেখা যায়। পূজোর ছুটি শেষে সহকর্মীদের নাড়ু-সন্দেশ খাইয়ে আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতেও ভুল হয় না।

যদিও আমাদের দেশে বিগত দুই দশকে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা বেড়েছে, কোথাও কোথাও পূজোর আনুষ্ঠানিকতা বিঘ্নিত করার ঘটনা ঘটেছে তবুও সিংহভাগ বাঙালিই মিলেমিশে এই উৎসব পালন করতে চায়।

বাঙালির এই অন্যতম প্রাণের উৎসব আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও স্থান করে নিয়েছে। প্যারিসে ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত আবহমান বিশ্ব সংস্কৃতি রক্ষা সংক্রান্ত ইউনেস্কো আন্তঃ সরকারি কমিটির ষোড়শ সম্মেলনে জাতিসংঘ বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেস্কো), বাঙালির এই দুর্গাপূজাকে "ইনট্যানজিবল কালচার হেরিটেজ অব হিউমিনিটি" অর্থাৎ "মানবতার জন্য আবহমান অধরা সংস্কৃতিক ঐতিহ্য" তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। যা বাঙালির জাতিকে আরেক ধাপ উচ্চতায় পৌছে দিয়েছে।

মায়ের আগমনে পূর্ণ হউক ধরা, বাঙালির আবেগ, হাসি-আনন্দ মিলেমিশে সকল ধর্মের সকল জাতিপেশার মানুষকে গেঁথে নিক এক সুতোয়, দৃঢ় হউক বাঙালির হাজার বছরের বন্ধন। সমাজের প্রতি স্তরের, প্রতিটি অন্তরের অসুর প্রভৃতির বিনাশ হউক, নির্মল হউক সকল প্রাণ। মায়ের আশীর্বাদ বর্ষিত হউক প্রতি বাঙালির হৃদয়ে॥

লেখক : সিনিয়র এসিস্ট্যান ভাইস প্রেসিডেন্ট
প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড

শিক্ষকের সম্মান ও মর্যাদা

গৌরব জি পাথাং

শিক্ষক জাতির আলোকবর্তিকা। তাকে সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত। কারণ শিক্ষক একজন মানুষ গড়ার কারিগর। তিনি জানেন কিভাবে একজন মানুষকে গড়ে তুলতে হয়। একজন শিক্ষক মানুষের বুদ্ধিমত্তা, আচার আচরণ ও স্বভাব-চরিত্র গড়ে তুলেন। মানুষকে আলোর পথ দেখান এবং সারা জীবনের পথ চলতে শিখান। শিক্ষক শিক্ষার্থীর ভিতরের সুপ্ত প্রতিভা আবিষ্কার করতে ও বিকশিত করতে সাহায্য করেন। স্কুল জীবনের ভিতরই শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সমবেত চেষ্টায় নতুন নতুন কিছু আবিষ্কার হয়, জীবন মানের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তাদেরকে জ্ঞানবুদ্ধ করে। তাই সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া জাতির জন্যই গৌরবের ও মর্যাদার।

ছোটবেলায় কাজী কাদের নেওয়াজের 'শিক্ষাগুরুর মর্যাদা' কবিতা পড়েছিলাম। কবিতায় বলা হয়েছে যে, দিল্লির বাদশা আলমগীরের পুত্র এক শিক্ষকের কাছে লেখাপড়া শিখে। একদিন শিক্ষক পা ধোয়ার জন্য শাহজাদাকে বললেন জল ঢেলে দিতে। শাহজাদা পাত্র থেকে শিক্ষকের পায়ে জল ঢালতে থাকে আর শিক্ষক নিজ হাত দিয়ে পা পরিষ্কার করতে থাকেন। সেই দৃশ্য বাদশা দেখে ফেলেন। পরদিন তিনি শিক্ষককে ডেকে বললেন, আমি খুব অসন্তুষ্ট হয়েছি। কেন আপনার ছাত্র শুধুই আপনার পায়ে জল ঢালবে? কেন নিজের হাতে আপনার পা পরিষ্কার করে দেয়নি? এই ঘটনার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে, বাদশাহ আলমগীর শিক্ষককে যথার্থ সম্মান দিয়েছেন। শিক্ষকের মর্যাদা ও তার আসন সবার সামনে তুলে ধরেছেন। 'লাঠি' সিনেমার পরিচালক প্রভাত রায় এই সিনেমার মধ্যদিয়ে ছাত্রদের কেমন হওয়া উচিত, শিক্ষক ও অভিভাবকের দায়িত্ব কেমন হওয়া উচিত তা একটি ঘটনার মধ্যদিয়ে সুন্দর করে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সেই সিমেনায় ভিক্টর ব্যানার্জি একজন আদর্শ শিক্ষক। একজন ছাত্র দশ মিনিট দেরীতে ক্লাসে আসায় তাকে ক্লাস থেকে বের করে দেন শিক্ষক। ছাত্রটি মন্ত্রীর ছেলে বলে নিজেকে পরিচয় দিয়ে প্রভাব খাটাতে শুরু করে। ছাত্রটি বলে- আপনি হয়তো আমার পরিচয় জানেন না তাই এ কথা বলার সাহস পেলেন। আমি মন্ত্রীর ছেলে। কিন্তু শিক্ষক তাকে বলেন, আমি শুধু তোমার একটা পরিচয়ই জানি। তুমি ছাত্র, আমি শিক্ষক। আর ছাত্ররা যদি শিষ দিতে দিতে ক্লাসে দেরী করে আসে শিক্ষক তাদেরকে ক্লাসে ঢুকতে দেয় না। ক্লাস থেকে ছাত্রকে বের করে দেওয়া পর মন্ত্রী নিজেই শিক্ষকের সাথে দেখা করতে আসেন এবং বলেন, গুরুর সামনে ছাত্রের একটাই পরিচয়, সেটা শিষ্য; মন্ত্রীর ছেলে বা রাজার ছেলে নয়। পরে ছেলে তার অহংকার বুঝতে পারে এবং শিক্ষকের পা ধরে ক্ষমা যাচ্না করে। শিক্ষক তাকে বুকে টেনে নেন আর উপদেশ দিয়ে বলেন, অহংকার বড় খারাপ জিনিস। অর্থ, মান-সম্মান এসব নিয়ে কখনও অহংকার করতে নেই। মানুষের ছায়া যতদিন পায়ের তলায় আছে, ততদিন জানবে সে ঠিকই আছে। যেমন সূর্য মধ্য গগনে আছে।

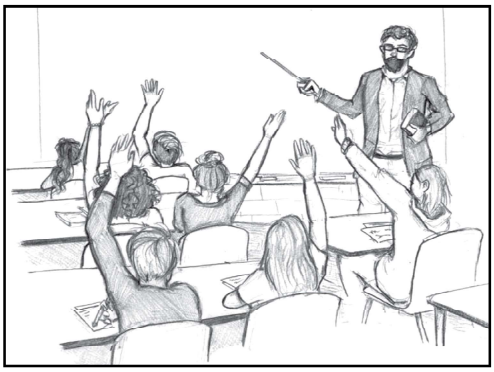

কিন্তু মানুষের ছায়া যেদিন মানুষের চেয়ে লম্বা হয়ে যাবে, সেদিন জানবে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। তাই পিতৃ পরিচয় তোমার আদর্শ হোক, অহংকার নয়।

আগে ছাত্ররা এবং লোকেরা শিক্ষকদের সম্মান করত, ছাত্ররা শিক্ষককে পথে দেখলে সাইকেল থেকে নেমে সম্মান দিত বা সাইকেল ধীরে চালিয়ে সম্মান জানিয়ে যেতো। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল। একজন শিক্ষক ছাত্রদের খোঁজ-খবর নিতেন, প্রয়োজনে বাড়িতে গিয়ে দেখা সাক্ষাৎ করতেন। বর্তমানে দেখছি শিক্ষকদের সম্মানহানির ঘটনা। শিক্ষকের প্রতি অবহেলা ও লাঞ্ছনার চিত্রও আমাদের চারপাশে দেখতে পাই। ১৮ জুন, ২০২২ দেখেছি নড়াইলের মির্জাপুর ইউনাইটেট কলেজের এক শিক্ষককে জুতার মালা পরিয়েছে। অন্যদিকে ঢাকা সাভারের আশুলিয়ায় হাজী ইউনুছ আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজের এক শিক্ষককে ক্রিকেটের ষ্ট্যাম্প দিয়ে মাথায় আঘাত করে হত্যা করা হয়েছে। ১ জুলাই অধ্যাপক রতন সিদ্দিকীর বাসায় হামলা চালানো হয়েছে। গত ৩১ আগস্ট, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে, সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলরত শিক্ষকদের উপর হামলা চালিয়েছিল সেই শিক্ষকদেরই ছাত্ররা। তা দেখে ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল মর্মাহত হয়েছিলেন এবং বৃষ্টিতে একাকী ভিজছিলেন। তিনি মর্মাহত হয়ে বলেছিলেন "এখন আমার গলায় দড়ি দেয়া উচিত।" তারপর গত ১৩ মে, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে সেলিম ওসমান, এমপি, নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে কান ধরে উঠবস করিয়ে অপমান করেছিলেন। এসব চিত্র আমাদের জাতির জন্য অপমানজনক। শিক্ষকেরা ছাত্র বানাচ্ছেন কিন্তু মানুষ বানাতে ব্যর্থ হচ্ছেন। ছাত্ররা টাকা বানানোর মেশিন হচ্ছেন কিন্তু আর্দশ মানুষ হচ্ছে না।

কবি আশরাফ সিদ্দিকী 'তালেব মাস্টার' কবিতায় শিক্ষকের করুণ দৈন্য দশার চিত্র তুলে ধরেছেন। সোনাপুরের তালেব মাস্টার চল্লিশ বছর ধরে শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে জ্বালিয়েছেন। কিন্তু নিজের ঘর অন্ধকারই রয়ে গেল। কেউ কেউ তার শিক্ষার আলো পেয়ে ব্যারিষ্টার হয়েছেন এবং নামি দামি ও বিখ্যাত লোক হয়েছেন। কত লোক এল গেল কিন্তু তার কোন পরিবর্তন নেই, ১০ টাকার বেশি প্রমোশনও পাননি। অর্থের অভাবে একমাত্র ছেলের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেছে। পরে ছেলেটি কলেরায় মারা যায়। বিনা কাফনে বাইশ বছরের ছেলেকে কবর দিয়েছেন। মেয়েটিকে পলাশতলীতে বিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু বাঁচেনি। আকালে এবং তিন দিন উপবাসের পর গলায় কলসী বেঁধে পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করেছিল। স্ত্রী ছয় মাস যাবৎ অসুস্থ কিন্তু সময় মত বেতন পাননি বলে চিকিৎসা করাতে পারেননি। তিনি কবিতায় বলেছেন, "আমি যেন সেই হতভাগ্য বাতিওয়ালা, আলো দিয়ে বেড়াই পথে পথে কিন্তু নিজের জীবনই অন্ধকারমালা।"

আমাদের পাশের দেশ চীন, মালয়েশিয়া, তাইওয়ানে শিক্ষকদের সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়। বলা হয় যদি শিক্ষক হিসেবে সম্মান ও মর্যাদা পেতে চাও, তবে চীন, মালয়েশিয়া, তাইওয়ানে যাও। আন্তর্জাতিক এক সমীক্ষা বলছে, এই তিনটি দেশে শিক্ষকদের সর্বাধিক মর্যাদা দেওয়া হয়। ব্রিটেন ভিত্তিক গবেষণা সংস্থা ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইকোনোমিক এবং সোশ্যাল রিসার্চ ৩৫টি দেশে ৩৫০০০ মানুষের ওপর এক গবেষণা চালিয়ে যা "শিক্ষকের মর্যাদা সূচক" প্রকাশ করেছে তাতে এই চিত্র পাওয়া গেছে (সূত্র- বিবিসি বাংলা)। ভার্কি ফাউন্ডেশন নামে একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সানি ভার্কি বলেন, "এই গবেষণায় একটি প্রচলিত বিশ্বাস প্রমাণিত হলো যে, যে সব সমাজে শিক্ষকের মর্যাদা বেশি, সেখানে শিক্ষার্থীরা ভালো শিক্ষা পায়।" তিনি আরও বলেন, কোনো সন্দেহ ছাড়াই আমরা বলতে পারি, শিক্ষককে মর্যাদা দেওয়া কোন নৈতিক দায়িত্ব নয়, এটা কোন দেশের শিক্ষার মানের জন্য জরুরী।" শিক্ষকেরা সবচেয়ে বেশি মর্যাদা পান এমন শীর্ষ দশটি দেশ হল- চীন, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, রাশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, তুরস্ক, ভারত, নিউজিল্যান্ড এবং সিঙ্গাপুর। এই দশের তালিকায় বাংলাদেশের নাম নেই। আশা করছি, বাংলাদেশের জনগণ একদিন শিক্ষকের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে এবং দেশ ও জাতি সামনে এগিয়ে যাবে॥

শিক্ষকের মর্যাদা সংরক্ষণে আমাদের করণীয়

এমরোজ গোমেজ

প্রতি বছর ৫ অক্টোবর শিক্ষক দিবস পালিত হয়। দিবসটি পালিত হয় যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে। শিক্ষকের প্রতি সঠিক মর্যাদা প্রদানের উদ্দেশে দিবসটি খুবই ঘটা করে জমকালো আয়োজনে পালিত হয়ে থাকে। শিক্ষক শব্দটি খুবই মর্যাদাপূর্ণ, নত হয়ে আসে আমাদের মাথা। কারণ শিক্ষক থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছি, পেয়েছি জ্ঞান। কাজেই শিক্ষার সাথে শিক্ষক নামক শব্দের গভীর সম্পর্ক রয়েছে এবং তা অতীব মর্যাদাপূর্ণ। শিক্ষক মানে যিনি জ্ঞানী, ধ্যানী, বিজ্ঞজন, জ্ঞান বিতরণ করতে সক্ষম, তিনিই কেবল শিক্ষক বা গুরু। ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় জমিদার পরিবারের সদস্যরাই মূলত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতেন এবং কালক্রমে পণ্ডিতগণ যারা শিক্ষায় একটু এগিয়ে ছিলেন, তারা শিক্ষাদানে আগ্রহী হয়ে দায়িত্বশীলতার সাথে পাঠদান করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতেন বিনা পারিশ্রমিকে ও স্বতঃস্ফূর্ত। তারা ছিলেন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শিক্ষাদানে নিবেদিত। শিক্ষাদান ছিল তাদের পেশা ও নেশা, অর্থ তাদের নিকট ছিল গৌণ। তাই তারা ছিল সমাজের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব, তাদের বাদ দিয়ে কোন সামাজিক কাজ সম্ভব হত না। শিক্ষকদের ভূমিকা ছিল নিরপেক্ষ, তাই সমাজে যত পারিবারিক পরামর্শ, সালিশ বিচার তাদের ছাড়া প্রায় অসম্ভব ছিল। সকল স্তরের মানুষের বিশ্বাসের ও আস্থারস্থল বা জায়গা ছিল শিক্ষক। আজ শিক্ষকের এমন ভূমিকার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, যার কারণে শিক্ষকদের প্রতি সঠিক মর্যাদা দিন দিন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। প্রকৃত শিক্ষকগণ যথাযথ সম্মান নিয়ে জীবন-যাপন করতে পারছেন না। বর্তমানে নকল শিক্ষক ও তাদের শিক্ষার দাপটা একটু বেশী পরিলক্ষিত হচ্ছে। শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতির ঘনঘটা। অধিকাংশ শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণের চেয়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও প্রতিপক্ষকে কিভাবে ঘায়েল করা যায় তা নিয়ে ব্যস্ত। কিছু সংখ্যক শিক্ষকও তাদের সহায়তা করছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষককগণ কেন যেন আদর্শচ্যুত হয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া সমাজ তথা রাষ্ট্রীয়ভাবে ও পেশাগতভাবেও শিক্ষকদের মর্যাদার প্রশাসনে অনেক নিচে। সুযোগ সুবিধাও তেমন নেই। আছে সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষকদের মধ্যে বৈষম্য। বিভিন্ন কারণেই আজ শিক্ষক সমাজ তাদের স্থান ধরে রাখতে পারছে না। তাই সমাজও আশানুরূপ ফল পাচ্ছে না। জাতি গঠনের বিষয়টি বিবেকবান মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। এর কারণ খুঁজে প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে না পারলে শিক্ষকদের হারিয়ে যাওয়া মর্যাদা দিবস পালনেই আবদ্ধ থাকবে, সমাজে ইহার কোন প্রভাব পড়বে না। শিক্ষক মর্যাদা পাবে এবং শিক্ষক হবেন জাতি গঠনের কারিগর। আর এজন্য চাই সকল পর্যায়ের ও সকল স্তরের জনগণের সহযোগিতা ও সমর্থন।

মর্যাদাপূর্ণ পেশা শিক্ষকতা: পেশার দিক থেকে শিক্ষক পেশা মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানের। এই পেশা সব পেশার উর্ধ্বে হওয়ার কথা, যা অনেক দেশে রয়েছে। কানাডায় শিক্ষক পেশা সব পেশার উর্ধ্বে। তাই তারা উন্নত ও শিক্ষিত জাতি। ইতিহাস বলে পূর্বে গুরুয়ালয়ে শিষ্যের গমন ছিল অবধারিত, অর্থাৎ শিক্ষককের নিকট শিক্ষার্থী যাবে জ্ঞান অর্জনের জন্য। বর্তমানে হয়েছে তার উল্টোটা। গুরুর গমন শিষ্যালয়ে অর্থাৎ শিক্ষককে যেতে হয় শিক্ষার্থীর গৃহে/ বাসায়। পূর্বে ছিল, জ্ঞান অর্জনের জন্য কষ্ট করতে হবে। এখন তার উল্টো শিক্ষক সহজ ভাবে প্রতিটি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর যা পরীক্ষায় আশার সম্ভাবনা রয়েছে তার নোট দিবেন, আর তা শিক্ষার্থী মুখস্ত করে পরীক্ষার খাতায় লিখে সহজে পাশ করবে অর্থাৎ কোচিং সেন্টার ভিত্তিক শিক্ষা প্রচলিত হয়ে গেছে। সঙ্গত কারণেই সঠিক শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষকের পদমর্যাদা ও সঠিক স্থান না দেয়া ও শিক্ষক তার পেশার মর্যদা না পাওয়ার কারণে শিক্ষককের মনে অসন্তোষ পরিলক্ষিত হয়। যখন একজন শিক্ষক একই মানের লেখাপাড়ার মানুষ সরকারী গাড়ী হাকিয়ে গার্ড সহকারে তার সামনে দিয়ে বেড়াচ্ছেন এবং তাদের সামাজিক মর্যাদা শিক্ষকের চেয়ে ঢের বেশী, অথচ তিনি পরিবারের প্রয়োজন মিটাতে পারছেন না, তখনই শিক্ষক একটু স্বাচ্ছন্দ্যের আশায় অন্য উপায় খুঁজে আর তখন তার নিকট কোচিং ব্যবসাই এসে যায়। এ কাজটাও খুব একটা সহজ নয়। শ্রেণি কক্ষে পাঠদান হয় অবহেলিত, শিক্ষার্থীগণেরও অন্য কোন উপায় থাকে না তাই তারা ঝুঁকে পড়ে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক ও কোচিং এর উপর। আর এমনি অবস্থায় সঠিক শিক্ষা হয় ব্যাহত। সংগত কারণেই মেধাবী শিক্ষার্থীরা বেছে নেয় অন্য পেশা, আর শিক্ষক পেশায় দুর্বলদের জন্য অবশিষ্ট থেকে যায় এবং দুর্বল শিক্ষক দিয়েই শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ফলে শিক্ষা অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে। এখানেই গুণগতমানের তথা মানসম্মত শিক্ষার প্রশ্ন করা কঠিন বা অবান্তর।

মানসম্মত শিক্ষার জন্য চাই মানসম্মত ও আদর্শ শিক্ষক: বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় মুখে মুখে প্রায়ই শোনা যায় মানসম্মত শিক্ষার অভাব, মানসম্মত শিক্ষা নেই, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। কেন এ সকল উক্তি? কারণ এখন সবাই আমরা উপলব্ধি করছি শিক্ষা হচ্ছে, কিন্তু তা মানসম্পন্ন বা গুণসম্পন্ন নয়। শিক্ষার্থীরা অনেক বড় বড় ডিগ্রী অর্জন করছে কিন্তু কর্মক্ষেত্রে গেলে তার প্রয়োগ করতে পারছে না। এখানেই মানসম্মত শিক্ষা তথা বাস্তবসম্মত শিক্ষার প্রশ্ন। যে শিক্ষা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ বা জনকল্যাণে লাগে না সে শিক্ষা শুধু সার্টিফিকেট প্রাপ্তির জন্য শিক্ষা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। মানসম্মত শিক্ষার জন্য চাই মানসম্মত শিক্ষক। আদর্শ ও আত্মত্যাগী শিক্ষকগণই পারেন মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে। এজন্য বড় বড় পাশের বা ডিগ্রীর প্রয়োজনই একমাত্র অবলম্বন নয়। শিক্ষকের উদ্যোগ, শিক্ষাদানে আন্তরিকতা, আত্মত্যাগী, শিক্ষা গ্রহণে ও প্রদানে আগ্রহ ও অনুপ্রাণিত; সর্বোপরি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সে সকল শিক্ষকগণই পারেন শিক্ষার মান উন্নত করতে, গঠন করতে পারেন উন্নত জাতি। বর্তমান সময়ে সংখ্যায় কম হলেও কিছু সংখ্যক শিক্ষক আছেন যাঁরা মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার কাজে অব্যাহত ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এজন্য অধিকাংশ শিক্ষকগণ হচ্ছেন পদে পদে লাঞ্ছিত, হচ্ছেন বঞ্চিত ও অবহেলিত। প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অভাবে তাদের আত্মত্যাগী উদ্যোগের ফসল দেখাতে পারছেন না। তথাপি তারা থেমে নেই। তাদের নেশা হল জাতিকে রক্ষা করা। এসমস্ত শিক্ষকগণ সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠদের মৌন সমর্থনও পাচ্ছেন। কাজেই বর্তমান সমাজে ভাল মানুষ তথা ভাল শিক্ষকের কদর আছে, একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। কিন্তু তাদের চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি। তথাপি এ যাত্রা যদিও কষ্টের তবে চালিয়ে যাওয়া গেলে সমাজ পরিবর্তিত হবে, শিক্ষক পাবে গৌরব। শিক্ষক তার হারানো মর্যাদা ফিরে পাবেন বলে মন করি।

মানসম্মত শিক্ষকের জন্য সামজ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা: মানসম্মত শিক্ষক ছাড়া মান সম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা কোন ভাবেও সম্ভব নয়। সংগত কারণে সমজের সচেতন মানুষ তথা রাষ্ট্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সরকার একা বা কোন একক উদ্যোগে তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। উদ্যোগ নিতে হবে ব্যক্তি পর্যায় থেকে আর সকলের সহযোগিতায় রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ও নীতি প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে তা নিশ্চিত সম্ভব। এজন্য চাই শিক্ষকের পদমর্যাদা হবে

সকল পেশার উর্ধ্বে। কারণ সমাজে সকল স্তরের মানুষকে গঠন দেন শিক্ষক। তাই শিক্ষকের পদ কেন যথাযথ হল না তা খুঁজে বের করতে হবে। গুরুরস্থান হবে শিষ্যের উর্ধ্বে, তখনই শিষ্য হবে জ্ঞানী ও দক্ষতায় পরিপূর্ণ, সমাজ হবে আনন্দিত। শিক্ষকও পাবে তাদের মর্যাদা, আর তখনি কার্যকরভাবে শিক্ষাদানে শিক্ষক তার সবটুকু দিয়ে যথাসাধ্য দায়িত্ব পালন করবেন। তখনই আমরা দেখতে সক্ষম হব শিক্ষাঙ্গনে পাঠ গ্রহণে ও প্রদানে ছাত্র-শিক্ষক থাকবে অংশগ্রহণ মুখরিত। বর্তমানে তা বিরল। শিক্ষকগণ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন শিক্ষার্থীগণ অংশগ্রহণ করবে। সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করবে অভিভাবক ও সমাজের সকল স্তরের জনগণ, বিশেষ ভাবে শিক্ষা প্রশাসন। সকলের ইতিবাচক সহযোগিতায়ই পারে সঠিক তথা মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে। মানসম্মত শিক্ষাই পারে সমাজের পরিবর্তন করতে। গড়তে পারে বিবেকবান তথা দেশপ্রেম নাগরিক। মানসম্মত শিক্ষা মানুষের বিবেক ও আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তন করতে পারে। পারে উন্নত নাগরিক গড়তে। একজন সুশিক্ষিত নাগরিকই পারে দেশে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে।

শিক্ষক দিবস পালন ও তার তাৎপর্য: বিশেষ দিবস পালনের অর্থ হল একটি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া। প্রতি বছর ৫ অক্টোবর জাতীয় ভাবে যথাযথ ভাবগাম্ভীর্যের পালিত হয় শিক্ষক দিবস। দিবসটিকে ঘিরে থাকে বিশেষ মূলসুর। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে থাকে বিশেষ আয়োজন। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায় আলোচনা সভা, পথ যাত্রা, র‍্যালী, সেমিনার। যে কারণে দিবসটি পালিত হয় সেই বিষয় যদি অবহেলিত হয় তাহলে দিবস পালনের অর্থ ব্যর্থ হয়ে যায়। কাজেই শিক্ষক দিবস পালনেই শিক্ষকের প্রতি যথার্থ হবে না, যদি না প্রকৃত ভাবে সারা বছর জুড়ে তা অনুসরণ করা না হয়। শিক্ষকদের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য চাই সমন্বিত প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন। সরকার নীতিগতভাবে চায় শিক্ষক মর্যাদার সাথে দায়িত্ব পালন করুক। কিন্তু পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ও প্রতিযোগিতা পূর্ণ সামাজিক অবস্থায়, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, ক্ষমতার দাপটের কারণে শিক্ষক আজ অবহেলিত। তবে এ অবস্থার জন্য শুধু সমাজ ও রাষ্ট্র এককভাবে দায়ী নয়। কতিপয় পথভ্রষ্ট শিক্ষকও কিছুটা হলেও এর জন্য দায়ী। কাজেই এ অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটানোর জন্য, ছাত্র-শিক্ষক ও সামাজের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। ব্যক্তি পর্যায় হতে স্ব-স্ব অবস্থান থেকে উদ্যোগ নিতে হবে। সকলের আন্তরিক সহযোগিতাই পারে আদর্শ তথা আত্ম-নিবেদনকারী শিক্ষক গড়তে। শিক্ষকদের বিপদে এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষকদের উদ্যোগকে স্বাগত জানাতে হবে। শিক্ষকগণ যেন তাদের প্রাপ্য অধিকার পায়, তা নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এতে স্কুল কমিটি, অভিভাবকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক তার ন্যুনতম বেতনভাতা যদি না পান তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে কিভাবে সে বেঁচে থাকবেন। সকল শিক্ষকদের বেতন কাঠামো ও শিক্ষাগত পেশাগত মর্যাদা নিয়ে শিক্ষক যেন বেঁচে থাকতে পারেন সে ব্যবস্থা করার জন্য সমাজের নেতৃস্থানীয় জনগণ ও প্রসাশনকে উপলব্ধি করতে হবে এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় দিবসটি পালিত হবে ঠিকই, শিক্ষক থাকবেন সর্বদাই বৈষম্যের স্বীকার, থাকবেন অবহেলিত। সর্বোপরি জাতিও তার বাঞ্ছিত ফল থেকে হবে অবহেলিত। আমরা জন প্রতিনিধি, নীতিনির্ধারক ও সরকারী সহযোগতিা প্রত্যাশা করি। সরকারে আন্তরিক প্রচেষ্টায় ইতিমধ্যে কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। তবে সকল পর্যায়ে শিক্ষকদের জন্য সে সুযোগ নেই বললেই চলে। শিক্ষকের মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে ও তার প্রাপ্য অধিকারে নিয়ে বেঁচে থাকবেন, এজন্য যার যার সাধ্য অনুসারে প্রয়োজনীয় সহায়তা দান করব এটাই হবে আজকে আমাদের অঙ্গীকার। তাহলেই শিক্ষক দিবস পালণের স্বার্থক হবে॥

উত্তরবঙ্গ খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫,

রেজিষ্ট্রেশন নং- ৬৬/০৩, মোবাইল: ০১৭৬৩৭০২২৩৭, ০১৭১৭১৫৩১২৩, **E-mail: ucbss_ltd@yahoo.com, ucbssltd@gmail.com**

২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩০ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ)

সূত্র নং: উ.খ্রী.ব.স.স.লি:-এস: ২০২২-২৩/৩১ ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

এতদ্বারা 'উত্তরবঙ্গ খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লি' এর সম্মানিত সকল সদস্যগণকে জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ১৪ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, সকাল ৯টা হতে বিকাল ৩:৩০ মিনিট পর্যন্ত** তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫-তে সমিতির ২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য যে, বর্তমান করোনা পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং কমিউনিটি সেন্টারে সান্ধ্যকালীন বুকিং থাকায় সমিতির সভার কার্যক্রম অবশ্যই বিকাল ৩:৩০ মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতির সদস্যগণকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

আলোচ্যসূচী: সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য নির্ধারিত আলোচ্য বিষয়সমূহ।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

পিউস ছেড়াও
সেক্রেটারি
উ:খ্রী:ব:স:স:লি:

তার্সিসিউস পালমা
চেয়ারম্যান
উ:খ্রী:ব:স:স:লি:

অনুলিপি: ১। জেলা সমবায় কর্মকর্তা, ঢাকা
২। মেট্রোপলিটন থানা সমবায় অফিসার, তেজগাঁও, ঢাকা
৩। সমিতির নোটিশ বোর্ড
৪। সমিতির অফিস ফাইল

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

১. সমবায় সমিতি আইন ২০১৩ এর ৩৭ ধারা মোতাবেক কোন সদস্যের সমিতিতে শেয়ার বা সদস্য সংক্রান্ত অন্য কোন পাওনা বকেয়া থাকলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।
২. সকাল ৯টার মধ্যে সভার উপস্থিতি খাতায় স্বাক্ষর করে সদস্যগণকে স্ব স্ব **খাদ্য কুপন** সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
৩. সকাল ১০টার মধ্যে রেজিস্ট্রিকৃত সদস্যদের মধ্যেই কেবলমাত্র কোরাম পূর্তি লটারি ড্র অনুষ্ঠিত হবে।
৪. *সরকারী স্বাস্থ্য বিধি মোতাবেক সভাস্থলে প্রত্যেক সদস্যের মুখে মাস্ক পরিধান আবশ্যকীয় এবং সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে।*

বিজ্ঞ/২৮৪/২২

প্রণতি জানাই শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে

ফাদার নরেন জে বৈদ্য

শিক্ষক মণ্ডলীর প্রতি সশ্রদ্ধ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা রইল। শিক্ষক দিবসে শিক্ষক শিক্ষিকাগণকে শ্রদ্ধা, প্রণতি জ্ঞাপন করা সত্যিই ন্যায্য ও কল্যাণকর। শিক্ষক না হলে পৃথিবীতে এত জ্ঞানী গুণী মানুষ হতো না। প্রতি নিয়ত অভিনব প্রচেষ্টায়, অনুপম প্রজ্ঞায় ছাত্র ছাত্রীদের মনোমন্দিরে পূত পবিত্র দ্বীপ শিখা জ্বেলে দেন। জ্ঞান ভিত্তিক সুখী সমাজ নির্মাণই শিক্ষকতা জীবনের নির্যাস। একজন শিক্ষক শিক্ষিকা দেবতুল্য ব্যক্তি।

শিক্ষকতা জীবনের মাহাত্ম্য: নিভৃতেই শিক্ষাসেবা

শিক্ষকমণ্ডলী শিক্ষার্থীদের সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে উদ্বুদ্ধ করেন। শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি ও আত্মিক মনোবৃত্তি জাগিয়ে তোলেন। শিক্ষক শুধু সিলেবাস ভিত্তিক নীরস তত্ত্ব বা তথ্য শিক্ষা দিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন না। শিক্ষার্থীর অনুসন্ধিৎসাকে জাগ্রত করা, তাঁর জ্ঞান-অন্বেষাকে প্রণোদিত করা, জীবনের মহিমান্বিত লক্ষ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীর চেতনাকে সুসংবদ্ধ করা শিক্ষক শিক্ষিকার প্রধান দায়িত্ব। শিক্ষকের কাজ সম্পর্কে দার্শনিক বার্ট্রেন রাসেলের উদ্বৃতি না দিলেই নয়, "The function of a teacher is not to teach, to guide how to learn." প্রথম চৌধুরীর কথা প্রণিধানযোগ্য: "শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষাদান করায় নয়, কিন্তু ছাত্রকে তা অর্জন করতে সক্ষম করায়। শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, মনোরাজ্যের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারেন, তার কৌতুহল উদ্রেক করতে পারেন, তার বুদ্ধি বৃত্তিকে জাগ্রত করতে পারেন, তার জ্ঞান পিপাসাকে জ্বলন্ত করতে পারেন, এর চেয়ে বেশি আর কিছু করতে পারেন না।" একজন শিক্ষক শিক্ষিকার থাকে প্রখর কল্পনাশক্তি ও যথাযোগ্য সৃজনশীলতাসহ একটি পরিচ্ছন্নর মন-মস্তিস্ক, সমালোচনামূলক চোখ, উপলব্ধি করতে সক্ষম চোখ, গ্রহণে তৎপর কান, ভাববিনিময়ে হাস্য, সমস্যা সমাধানে পারদর্শী স্কন্ধ, সহযোগীতার একটি নিপুণ হাত।

বাংলা শব্দ "শিক্ষক" এবং শিক্ষক শব্দের ইংরেজি "**Teacher**" শব্দ দুটি বর্ণনানুক্রমিক বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়:

শিক্ষক:
শি = শিষ্টাচার,
ক্ষ = ক্ষমাশীল,
ক = কর্তব্যপরায়ণ।
Teacher:
T = Truthful সত্যবাদী
E =Educated শিক্ষিত
A = Active সক্রিয়
C = Character চরিত্রবান
H – Honest সৎ
E= Energetic উদ্যোগী
R =Responsible দায়িত্ববান

একজন শিক্ষকের জন্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

১। প্রত্যেক শিশুর কর্মশক্তিকে স্বীকৃতি দেন এবং উন্নতি ঘটান।
২। তার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সৃজনশীল করতে একটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।
৩। মূল্যবোধ শিক্ষা প্রদান করেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে চিন্তা করতে সাহায্য করেন।
৪। তার ছাত্র ছাত্রীদের মেধা শক্তির যতটা সম্ভব বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করেন।
৫। সর্বদাই সৎ এবং তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের সার্বিক উন্নতির জন্য কাজ করেন।
৬। তার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ভালবাসেন এবং তাদেরকে উত্তম নাগরিক হতে অনুপ্রাণিত করেন।
৭। তার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে উদ্বুদ্ধ করেন।
৮। তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগ্রত করেন।
৯। নিজেকে মূল্যায়ন করেন এবং নিজের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন।
১০। সত্যিকার অর্থেই স্নেহশীল এবং বন্ধুভাবাপন্ন তিনি।

দু-একটা বিষয়, একটু ভাবা যায় কি?

শিক্ষার্থীর পিতা-মাতার প্রত্যাশা শিক্ষকমণ্ডলী দায়িত্বহীনতার ও অস্বচ্ছতার প্রমাণ দিবেন না। শিক্ষার্থীদের স্বার্থে পাঠ্যপুস্তক ঘেঁটে প্রশ্ন করবেন। গাইড থেকে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকবেন। শিক্ষকবৃন্দ গতানুগতিকভাবে দায়সারা দায়িত্ব পালন করবেন না। বৈষম্যমূলক আচরণ করবেন না। শিক্ষক শিক্ষিকাগণ শিক্ষার্থীদের ব্রেইন স্টরম (brain storm) করার দায়িত্ব পালন করবেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেখাতে চায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল। আবার বোর্ড কর্তৃপক্ষও চায় তার বোর্ডে অধিক গ্রেড প্রাপ্তির সাফল্য দেখাতে। এই চাওয়া পাওয়ার কাছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিক্ষকেরাই যুক্ত। শিক্ষকমণ্ডলী শারীরিক মানসিক প্রতিবন্ধকতার শিকার শিশুদের পৃথক সুরক্ষা দিবেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা নেই, আছে মৃত্যু আর হাহাকার! এই শিরোনাম পত্রিকায় ছাপা হোক তা কেউ প্রত্যাশা করেন না। শিক্ষক হবেন আদর্শবান ও নিবেদিতপ্রাণ। আপন পেশার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হবেন তিনি। খ্যাতি বা বিত্তের লোভ তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। যে কামনা-বাসনা আর দশজন মানুষকে তাড়িত করে সেগুলো কোনদিন বিচলিত করবে না তাঁকে।

শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত মান অর্জনে শিক্ষকমণ্ডলীর ভূমিকা অনেক। শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে শিক্ষক। শিক্ষক সমাজ জাতির বিবেক ও দর্পণ স্বরূপ। "শিক্ষক তুমি পরসেবার তরে, প্রেমানন্দ বিলিয়ে দিবে সকলের অন্তরে"- এই সত্যটি শিক্ষকদের জীবনে কতখানি সম্পৃক্ত? আমরা নুতন আমরা কুঁড়ি নিখিল বন নন্দনে" এই নিখিল বন নন্দনে আজকে যে শিশু কুঁড়ি, আগামীতে সেই হবে প্রস্ফুটিত কুসুম যা সৌন্দর্যে সুশোভিত ও সৌরভে সুরভিত করবে দিক-দিগন্তকে। আজকের শিশুই আগামীর ভবিষ্যৎ, আগামীতে দেশের কর্ণধার। সুতরাং শিক্ষকমণ্ডলী, সেই শিশুকে সুন্দর সুচারুরূপে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার মহান দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষকমণ্ডলী শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করেন। শিক্ষার্থীদের সাফল্যের ফুল ফোঁটায় শিক্ষক শিক্ষিকাগণ। উইলিয়াম আর্থার ওয়ার্ড বলেছেন, "একজন সাধারণ শিক্ষক কথা বলেন, ভাল শিক্ষক বুঝান, উত্তম শিক্ষক দেখান, মহৎ শিক্ষক প্রেরণা ও উৎসাহ দান করেন।"

বাড়ি ভাড়া

মণিপুরী পাড়ায় ২/৩ রুমের
(২য় তলা) বাড়ী ভাড়া নিতে ইচ্ছুক।
বাড়ীর মালিক খ্রিস্টান হওয়া আবশ্যক।

যোগাযোগ

০১৯১৩৫২৬৩৪৮, ০১৯১৩৫২৬৩০৭

বিজ্ঞ/২৮৭/২২

এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের আলোক যাত্রা

সিস্টার মেরী জেনেভী এসএমআরএ

কী দ্রুতই না এগিয়ে চলেছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। যতই দিন যাচ্ছে এর উন্নতি যেন চোখ ধাধিয়ে দিচ্ছে। উন্নত প্রযুক্তি মানুষকে যেন দিন থেকে রাতে রূপান্তরিত করছে। মুহূর্তেই বদলে যাচ্ছে চেনা দৃশ্যপট। এর মধ্যে অনেক ভাল মন্দের দ্বন্দ্বও আছে। এই বিশ্বায়নের যুগেই শুধু নয়, মিশরীয়দের সেই পিরামিড তৈরী করা থেকেই শুরু হয়েছে নিজের স্মৃতি সংরক্ষণ করার প্রচেষ্টা, কত ছবি, ভিডিও, ডকুমেন্টারী তৈরী করছে। এই সাধারণ প্রক্রিয়ার উদ্বেগও আছে। এমন কেউ কেউ আছে যারা তাদের জীবন-যাপন, আচার-আচরণ, কথা, সেবা কাজের মধ্যদিয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতোই আলো ছড়াচ্ছে। তাদের স্মৃতি স্মরণীয় করে রাখার জন্য বাহ্যিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। এমন এক জনের কথাই আজ বলতে যাচ্ছি।

২ অক্টোবর দিনটি মাণ্ডলিক জীবনে, আমাদের সংঘের (এসএমআরএ) জীবনে এবং আমার ব্যক্তিগত জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবছর মণ্ডলীতে পালিত হয় রক্ষীদূতের পার্বণ, আমাদের এসএমআরএ সংঘে ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণভাবে পালন করছে সংঘ প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় বিশপ তিমথি জন ক্রাউলী সিএসসি'র মৃত্যু বার্ষিকী এবং আমার জন্মদাতা বাবার জন্মদিন। এই তিনটা বিষয়ই আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে আজ আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব আমার শ্রদ্ধেয় সংঘ স্থাপন কর্তা পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ তিমথি জন ক্রাউলীকে। একবার তার মৃত্যু বার্ষিকীর খ্রিস্টযাগে একজন যাজক বলেছিলেন, 'যিনি এমন বিশিষ্ট ব্যক্তি যিনি তার জীবন দিয়ে সেবা করেছেন একটি স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিয়েছেন আপনারা তার সম্পর্কে প্রতিবেশীতে লিখবেন। সবাই অনুপ্রাণিত হবে।' সেই থেকেই লেখার চিন্তা করছি কিন্তু হয়ে উঠেনি। এবারের ২ অক্টোবর তাই আর মিস করলাম না।

১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি আয়ারল্যাণ্ডের লিমারিক কাউন্টির কিল্মালকের এক বিশিষ্ট উদার পরিবারে জন তিমথি ক্রাউলীর জন্ম। বুদ্ধিদীপ্ত ক্রাউলী সাংসারিক বাঁধা-বিপত্তির উর্ধ্বে ছিলেন। তিনি ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ অক্টোবর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানার নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের হলি ক্রস সেমিনারীতে প্রবেশ করেন। বঙ্গে হলি ক্রস সংঘের পর্যাপ্ত সংখ্যক বাণী প্রচারক প্রেরণের পরিকল্পনা চলাকালে ফাদার জন ক্রাউলীর নব্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হয়। অতঃপর ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট সেবাব্রত গ্রহণ করেন। তিনি ওয়াশিংটন ডিসি এর কাথলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি দর্শনশাস্ত্রে পিএইচডি ডিগ্রী প্রাপ্ত ব্যক্তি। ঐশ প্রেমে পণ্ডিত হলেও অন্তরে তিনি ছিলেন 'দীন'। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ২ আগস্ট পবিত্র হৃদয় গির্জায় তার যাজকীয় অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এতে পৌরহিত্য করেন আমেরিকায় অবকাশরত ঢাকার মহামান্য বিশপ আর্ত সিএসসি। ফাদার জন ক্রাউলী এক বছর আমেরিকার নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন।

বহু প্রতিভার অধিকারী ও বিদ্বান নবীন ফাদার ক্রাউলী ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ নভেম্বর মাত্র ২৭ বছর বয়সে দীন দরিদ্রের বন্ধুরূপে বঙ্গদেশে আগমন করেন। সময়টা ছিল আন্দোলন ও দাঙ্গ-হাঙ্গামায় উত্তাল। বৃটিশ রাজত্বে ঢাকার প্রায় সব সরকারী কর্মকর্তাই ছিলেন খ্রিস্টাধর্মাবলম্বী। কাথলিক প্রতিষ্ঠান সমূহও ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত ও আত্মনির্ভরশীল। সচেতন, মুক্তিকামী মানুষ ছিল নির্যাতিত, নিপীড়িত, আর্থিক দৌর্বল্যে হীনমন্য, সঙ্কুচিত ও অবহেলিত। বিচ্ছিন্ন প্রত্যন্ত এলাকাবাসী ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার। অন্তঃপুরবাসী নারী-বিশেষতঃ হিন্দু-মুসলমান বোনেরা ছিল সীমাহীন দুর্দশায় নিমজ্জিত। এরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে শ্রদ্ধেয় ফাদার জন ক্রাউলীর আগমন। খ্রিস্টবাণী প্রচার ও বিস্তারের উপযুক্ত সময়। পদব্রজে ফাদার ক্রাউলী গ্রামে-গঞ্জের অভিজ্ঞতা অর্জন ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিচিত্র চিন্তাধারার অধিকারী হন। নিম্ন শ্রেণির মানুষই তার উদার পিতৃহৃদয়ের পরিচয় লাভ করে।

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর আপন জ্ঞানগর্ভ স্বাক্ষরের দরুন ফাদার ক্রাউলী ঢাকা ধর্মপ্রদেশের 'ভিকার জেনারেল' পদে নিযুক্ত হন। তিনি সমসাময়িক পরিস্থিতি মোকাবেলার উদ্দেশে উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। স্থাণীয় মণ্ডলীতে সেবাকর্মের উপায় উদ্ভাবন ও বন্টন ব্যবস্থা তার বিচক্ষণ মননশীলতারই পরিচায়ক। তিনি নব অভিষিক্ত বিশপ ল্যাগ্রাণ্ডের দক্ষিণ হস্ত, অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহযোগীরূপে সর্বত্রই বিচরণ করেন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানার সাধু যোসেফের ধর্মপল্লীতে দি হলি ক্রস ফরেন মিশন সোসাইটি গঠিত হয়, আর তার অনুকরণে ফাদার ক্রাউলী বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণে প্রতিটি ধর্মপল্লীতে কৃষি ঋণদান সমিতি গড়ে তোলার নির্দেশ দেন। এতে জনগণ অর্থ বিষয়ে চিন্তামুক্ত হয়।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত বঙ্গদেশে ফাদার ক্রাউলী ত্রাণকার্যের ব্যবস্থা করেন। বাণী প্রচার এবং শিক্ষার প্রসারতা উভয়ই ব্যয় সাপেক্ষ। উভয় ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধনকল্পে বিশপ ল্যাগ্রাণ্ড ও ফাদার ক্রাউলী ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের আমেরিকার হলি ক্রস সংঘের মহাসভায় যোগদান করেন। ফাদার ক্রাউলীর প্রতিভা ছিল অতুলনীয়। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি বঙ্গদেশের হলি ক্রস সংঘের সুপিরিয়র পদে নিযুক্ত হন। সেসময় ঢাকা ও চট্টগ্রাম একই ধর্মপ্রদেশের আওতাধীন ছিল। তিনি বাণী প্রচার ও প্রসারকল্পে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর একটি তহবিল গঠন করেন। এদেশে তাঁর খ্রিস্টের চিরস্থায়ী আবাস রচনার সাধ পূরণের পথ এভাবেই উন্মুক্ত হয়।

বিশপ জন ক্রউলীর অমর কীর্তি হল- **"প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিনী সংঘ"**। পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ যোসেফ ল্যাগ্রাণ্ড, সিএসসি-এর 'মানস স্বপ্ন', বিশপ জন তিমথি ক্রাউলীর 'মানস কন্যা'-এর বাস্তব জীবন্ত মূর্তিসদৃশ প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিনী সন্ন্যাস-ব্রতী সংঘ। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ৫ মার্চ, রোববার, আটজন সরলপ্রাণা বালিকা প্রার্থীরূপে একত্রিত হয়। তাদের সমবায়ে প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিনী সন্ন্যাস-ব্রতী সংঘের জন্ম। আত্মসমর্পণের সঞ্জিবনী সুধায় সিক্ত সিস্টার রোজ বার্ণার্ড হলো 'সহ-প্রতিষ্ঠাত্রী'। বিশপ ক্রাউলী 'প্রতিষ্ঠাতা'-রূপে চিহ্নিত হয়েই রইলেন। নবীন সংঘের গঠন পরিচালনার দায়িত্ব পড়ে সিস্টার রোজ বার্ণার্ডের ওপর। বিশ্বস্তভাবে উভয়ে পিতার পরিকল্পিত দেশীয় "শিশু" সংঘের বৃদ্ধি সাধনে রত থাকেন।

এ শিশু সংঘটির জন্যে দু'টি বিশেষ সেবাক্ষেত্র নির্ধারিত হয়। বিশপ তিমথি ক্রাউলী তুমিলিয়ায় কর্মরত থাকাকালীন সময়ে গ্রাম্য নারী, শিশু-কিশোর, অসুস্থদের সেবাযত্ন ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাই প্রথমেই তিনি সেবা প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রশিক্ষণ-এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা সত্ত্বেও বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন। এভাবে স্নেহশীল পিতার সস্নেহ দৃষ্টি ও সুপরিচালনায় সিস্টারগণও অগ্রসর হতে থাকেন। মণ্ডলী ও দেশের দুর্দিনেও তারা পিতৃতুল্য বিশপের নির্দেশবাণী অনুসারে জীবন যাপনে অভ্যস্থ হন। তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে শিশু সংঘটি ধর্মপ্রদেশীয় পর্যায়ে উন্নীত হয়। সর্বোপরি প্রথম ও তিন বছরের ব্রত গ্রহণের যাবতীয় ব্যবস্থও তিনি গ্রহণ করেন। বিশ্বাসবিস্তার সংস্থার অনুমোদনক্রমে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ১৭ আগস্ট তিনি এটিকে "ধর্মপ্রদেশীয়" সংঘরূপে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ৬ জানুয়ারি সংঘের ২৫ জন সিস্টার বিশপ ক্রাউলীর সামনে তিন বছরের জন্যে এবং ৩ জন ১ বছরের জন্যে ব্রত গ্রহণ করেন। সংঘের উৎকর্ষ সাধন সমাপ্ত হলে তিনিও অকস্মাৎ ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ২ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকার লক্ষীবাজার গির্জার বেদীমূলে তিনি শায়িত আছেন।

ব্রতীয় জীবনে বাণী প্রচার ভূমিতে রসালো ফলোৎপাদনে বিশপ জন তিমথি ক্রাউলীর তুলনা নেই। খ্রিস্টীয় বিংশ শতকের প্রায় সম্পূর্ণ প্রথমার্ধ ব্যাপী তার সুদৃঢ় কর্মফল বর্তমান বাংলাদেশ মণ্ডলী উপভোগ করছে। খ্রিস্টের নির্দেশিত ক্ষুদ্রতমের প্রতি তার স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি ছিল সর্বধর্ম ও সম্প্রদায়িক ভেদ-বৈষম্যের উর্ধ্বে। মানুষের সমস্যা, অভাব, হীনাবস্থাকে আপন ভাবার অসামান্য শক্তি ছিল বিশপ জন তিমথি ক্রাউলীর। এ শক্তির উৎস তাঁর ব্যাপক আন্তরিক সহানুভূতিসম্পন্ন মন। তাঁর মমতাপূর্ণ স্নেহস্পর্শ অমলিন ও চিরস্মরণীয়। প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিনী সন্ন্যাস-ব্রতী সংঘের ইতিহাসের সঙ্গে বিশপ ক্রাউলীর অমর জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত; একই উৎসের দু'টি ফল্গুধারা। তাই রক্ষণশীল সমাজে বাঙালি পল্লীবালার আজ অবাধ গতি। তার প্রেরণবাণী ক্ষেত্রও ফলভারে আনত।

তাই আজকের এই স্মরণীয় ও আশীর্বাদিত দিনে পরমপিতার কাছে প্রার্থনা, যে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ ক্রাউলী আমাদের এই সংঘ স্থাপন করে গেছেন আমরাও যে স্থাপন কর্তা পিতার আদর্শ অনুসরণ করে মণ্ডলীর সেবায় আত্ম নিবেদন করতে পারি।

সহায়ক গ্রন্থ

১. "প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিণী সংঘের ইতিহাস"।

আসিসির দরিদ্র সাধক ফ্রান্সিস

ফাদার ভিনসেন্ট কনক গমেজ

বৈচিত্রময় পৃথিবীতে বিচিত্র মানুষের উপস্থিতি বিশ্বসৃষ্টিকে যেন আরো মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে। বিভিন্ন ধরণের তথ্য ও তত্ত্ব আমাদের আবেগাপ্লুত করে তোলে। জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনমত জ্ঞানার্জন ও অনুশীলন করে মানুষ নিজের পদমর্যাদা নিশ্চিত করার অভিলাষে এগিয়ে চলে। তুলনামূলকভাবে কম মানুষই যশ-সম্মান, খ্যাতি-প্রতিপত্তির ভাবনা রেখে ঈশ্বর-সন্ধান করে। আসিসির সাধু ফ্রান্সিস তাঁরই মাঝে একজন। 'লোকে কি বলবে' এই দর্শনের পথে না গিয়ে তিনি আসক্তিহীন হয়ে ভিন্ন পথে হেঁটে যিশুকে অনুসরণ করেছেন। দরিদ্র ভিক্ষুক ফ্রান্সিসকে মণ্ডলী আজ সম্মানের আসনে রেখেছেন। আমুদে ও অপব্যয়ী ফ্রান্সিস তাঁর চিন্তাধারা ও জীবনাচরণ পরিবর্তন করার পর হয়ে উঠেছেন এক জীবন্ত সাধু।

১। **জীবন প্রারম্ভে:** আজ থেকে ৮৪০ বছর পূর্বে ইতালীর আসিসি নামে এক ছোট্ট শহরে ১১৮২ খ্রিস্টাব্দে জন্ম নেয় ফ্রান্সিস। তাঁর পিতা পিয়েট্রো ডি' বার্ণারদোন ছিলেন একজন ধনী কাপড় ব্যবসায়ী। ফ্রান্সিসের বাবা চাইতেন ছেলেও যেন তার মত বড় ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে। তাই একটু বড় হতেই পড়ালেখার পাশাপাশি দোকানে সাহায্য করতেন প্রাণচঞ্চল ফ্রান্সিস। ব্যবসায়ক্ষেত্রে ভালই সুনাম করছিলেন। তার যশ-খ্যাতিও বাড়ছিল। কিন্তু কিশোর বয়সে ফ্রান্সিস বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে মদ পান করা সহ নানা ধরণের আমোদ-প্রমোদে মত্ত থেকে টাকা অপচয় করতেন। ডানপিটে স্বভাবের ফ্রান্সিস অনেক সময়ই বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরী করতেন। সেই কারণে ফ্রান্সিসের মাকে শহরের অনেকের কাছ থেকে নানান অভিযোগ শুনতে হয়েছে। ফ্রান্সিসের মা সেই সকল অভিযোগ গ্রহণ করে তা ঈশ্বরের চরণে রেখে সন্তানের মঙ্গল কামনা করতেন। তবে ফ্রান্সিসের হৃদয়টা ছিল ভালবাসায় পরিপূর্ণ। তাই দরিদ্রদের সাহায্য করার মধ্যদিয়ে সেই উদারতা প্রকাশও হয়েছে।

২। **বিখ্যাত হওয়ার স্বপ্নজাল:** এক সময় তিনি হৃদয়াকাশে বিখ্যাত হওয়ার স্বপ্নজাল বুনেন। তিনি চিন্তা করে দেখলেন, ভাল যুদ্ধা হতে পারলে তিনি সকলের কাছে বিখ্যাত সৈনিক হতে পারবেন। কিশোর বয়সের সাহসী ফ্রান্সিস ১২০২ খ্রিস্টাব্দে আসিসির পাশের নগর পেরোজিয়ার যুদ্ধে যোগ দেন। সেই যুদ্ধে গিয়ে তিনি বন্দী হয়ে কারাবাস গ্রহণ করলেন। এক বছর পর মুক্ত হয়ে আবার তিনি বন্ধুদের সাথে আনন্দ-ফুর্তিতে মেতে উঠেন। সেই সময় কাউন্ট গোতিয়ে নামে এক যুদ্ধনায়ক তাঁর কিছু সৈন্য নিয়ে পোপের স্বপক্ষে হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন। ফ্রান্সিস চাইলেন সেই দলে তিনি যোগ দিবেন এবং বড় যোদ্ধা হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করবেন।

৩। **নতুনের অভিমুখে:** ঈশ্বরের পরিকল্পনা আর মানুষের চিন্তা এক নয়। একরাত্রিতে ফ্রান্সিস শুনতে পেলেন কে যেন তাঁকে প্রশ্ন করছেন - 'ফ্রান্সিস, তুমি নাকি বীরযোদ্ধা হতে চলেছ? বেশ, বল তো; দয়া করার অধিকার কার, প্রভুর না তার ভৃত্যের?' ফ্রান্সিস উত্তর দিলেন, 'প্রভুর'। উত্তর এল, 'তাহলে প্রভুর সেবা না করে তুমি ভৃত্যের সেবা করতে আগ্রহ দেখাচ্ছ কেন?' এই কণ্ঠের বাণীর মর্মার্থ না বুঝেই তিনি আসিসিতে ফিরে যান। নতুন মানুষ হওয়ার সাধনা শুরু করেন। তিনি বাইবেল পড়তে শুরু করেন এবং যিশুর বাণী অনুধ্যান করে দিন কাটাতেন। তিনি নির্জনে গিয়ে ঈশ্বরের কাছে মানসিক শক্তি ভিক্ষা করতেন, যেন আমোদ-প্রমোদভরা জীবন তার মনকে আর দুর্বল করতে না পারে। তিনি নিজেকে নিঃস্ব করার জন্য নিজের গায়ের কাপড়, জুতা সবকিছু বিলিয়ে দেন। তবুও তার মনে হয়, যথেষ্ট হলো না। আরো কিছু করতে হবে। নিজের বিলাসী স্বত্ত্বাকে জয় করার জন্য রোমে তীর্থযাত্রায় গিয়ে ভিখারীর সাথে নিজের জামাটা বদল করে নেন। নিজের ঘৃণার মনকে জয় করতে কুষ্ঠ রোগীর ঘায়ে চুম্বনও করেন।

একদিন ফ্রান্সিস শহরের ভেঙ্গে পড়া সাধু দামিয়েনের গির্জার ক্রুশমূর্তির দিকে তাকিয়ে হৃদয় দিয়ে প্রার্থনা করছেন। তিনি সেই ক্রুশ থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন, 'আমার গৃহ ভেঙ্গে পড়ছে, যাও, তা সারিয়ে তোল'। তিনি এই বাণী আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ ক'রে ঘরে ফিরে যান। বাবার দোকানের দামী কাপড়, এমনি তার ঘোড়াও বাজারে নিয়ে বিক্রি করে দেন। সেই টাকা গির্জার ভারপ্রাপ্ত পুরোহিতের কাছে দেন যেন গির্জাঘরটা মেরামত করেন। সেই কারণে তার বাবার কাছ থেকে ভর্ৎসনাও গ্রহণ করতে হয়।

৪। **রূপান্তরিত জীবন:** ফ্রান্সিস নিজের জীবনকে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে দেখতে চেষ্টা করেন। তাই তিনি নিজের ঘর ছেড়ে গুহায় বা গির্জায় থাকতেন। নিজের খাবার আবার ভেঙ্গে পড়া গির্জা মেরামতের জন্য বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করতেন। খাবারের লোভ জয় করার জন্য সবধরণের খাবার তিনি একসঙ্গে মিশিয়ে খেয়ে নিতেন যেন বিশ্রী স্বাদ হয়। তার এই অবস্থা দেখে তার বাবা, ভাই, গ্রামের লোকেরা তাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করতো। একদিন গির্জায় মঙ্গলসমাচার পড়া হচ্ছে, "পথে যেতে যেতে তোমরা এই বাণী সকলকে শোনাও, ... কোমরের কাপড়ে বেঁধে সোনা, রুপো, টাকা-কড়ি, কিছুই তোমরা সঙ্গে নিয়ে যেয়ো না। ... সঙ্গে একটার বেশী দু'টো জামাও নিয়ো না; জুতা কিংবা লাঠিও নিয়ো না।" এই শুনে ফ্রান্সিস ভাবলেন, আমি এখনও যথেষ্ট গরীব হতে পারি নি। মঙ্গলসমাচার প্রচারের জন্য যোগ্য হয়ে উঠতে পারি নি।

৫। **বাণীর বাহক:** কৃচ্ছ্র-সাধক ফ্রান্সিস তার ধর্মপালের কাছে বাণীপ্রচারের অনুমতি নিয়ে পথেঘাটে বিভিন্ন মানুষের কাছে বাণী প্রচার করেন। ফ্রান্সিসের জীবন-দৃষ্টান্ত দেখে একদিন বার্ণাড নামে এক ধনী যুবক তাকে অনুসরণ করতে চাইলেন। প্রার্থনার মধ্যদিয়ে তার ইচ্ছা ও ঈশ্বর-বিশ্বাসের দৃঢ়তা বুঝে বার্ণাডকে তার সঙ্গে নিলেন। এর কয়েকদিন পর জিলস নামে আরেকজন যুবক ফ্রান্সিসের সঙ্গে যোগ দেন। এইভাবে কয়েকদিনের মধ্যে বারোজনের একটি দল হয়ে গেল। ফ্রান্সিস তার সঙ্গীদের ব্রাদার বলে সম্বোধন করতেন। ফ্রান্সিস তাদেরকে দলে ভাগ করে গ্রামে মঙ্গলবাণী প্রচার করতে পাঠাতেন এবং রাতে পাহারের ছোট ছোট গুহায় প্রার্থনায় ও বিশ্রামে থাকতেন। তিনি নিজেদের করে কোন বিষয়সম্পত্তি রাখতে চাইতেন না কেননা ফ্রান্সিস জানতেন যে, তা রক্ষা করতে গিয়ে ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি ভক্তি-ভালবাসা কমে যাবে। তিনি তার সঙ্গীদের বলতেন, নিজে খেটে জীবিকা উপার্জন করতে এবং শিখাতেন কিভাবে দুঃখের মাঝেও আনন্দ উপলব্ধি করা যায়।

৬। **সংঘ প্রতিষ্ঠা:** দিনে দিনে ফ্রান্সিসের দলে সঙ্গী বাড়তে থাকে। তাই দলগত ভাবে চিন্তা করলেন একটি লিখিত সংবিধান থাকা প্রয়োজন। তাই তারা রোমে পোপের সাথে দেখা করতে চাইলেন। রোমে সাক্ষাতের পর এক কার্ডিনাল মুগ্ধ হয়ে পোপকে জানালেন 'আমি সত্যিই একজন নিখুঁত মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি'। পোপ ৩য় ইনোসেন্ট সানন্দে তাদের গ্রহণ করলেন এবং পরে সহকর্মী কার্ডিনালদের সঙ্গে ফ্রান্সিস ও তার দলের ইচ্ছার বিষয়ে আলাপ করলেন। পোপ তাঁর প্রতি ও সঙ্গীদলের প্রত্যেকে ফ্রান্সিসের প্রতি অনুগত থাকবে এমন শপথ বাক্য পাঠ করালেন। এভাবেই ফ্রান্সিস এই সংঘের প্রতিষ্ঠাতা হয়ে উঠলেন এবং তারা ধর্মপ্রচার করার অধিকারও পেলেন। সংঘের মূলমন্ত্রই ছিল 'প্রভু যিশুখ্রিস্টের শিক্ষাকে অনুসরণ করা এবং তাঁর পদচিহ্নে পথ চলা'। মন্ত্রকে অন্তরে নিয়ে আসিসিতে ফিরে এসে নতুন উদ্যমে বাণীপ্রচারে বেরিয়ে পরলেন ফ্রান্সিস ও তার সঙ্গীরা। পরবর্তীতে এই সাধুর আদর্শকে পাথেয় করে যাজক সংঘ, দরিদ্র নারী সংঘ এবং ঐশজনগণের জন্য সংঘ গড়ে উঠে।

৭। **প্রকৃতি প্রেমী:** ফ্রান্সিস প্রকৃতিকে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব হিসেবে গ্রহণ করতেন। পশু-পাখি, গাছ-পালা, নদ-নদী, পাহার-সমুদ্রকে নিজের ভাই-বোন বলে সম্বোধন করতেন। তার রচিত প্রকৃতির স্তোত্রগীতিকায় সূর্যকে ভাই হিসেবে এবং চাঁদকে বোন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি আকাশের পাখিদেরও তাদের সজ্জিত পোষাক, মিষ্টি গলা, খাবার হিসেবে শস্যদানার জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করতে বলতেন। সেই সময় এক অঞ্চলে একটি মানুষ খেকো হিংস্র নেকড়ে খুবই উৎপাত করছিল। ফ্রান্সিস বনে গিয়ে এই নেকড়ে খুঁজে বের করলেন। ক্রুশচিহ্ন এঁকে তিনি নেকড়েটিকে বললেন 'ভাই নেকড়ে, আমি খ্রিস্টের নামে তোমাকে বলছি, না আমার, না অন্য মানুষের কখনও কোন ক্ষতি ক'রো না'। আর কী আশ্চর্য! নেকড়টি মাথা নীচু করে তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল আর প্রতিশ্রুতির সংকেত হিসাবে সে তখন নিজের থাবাটা ফ্রান্সিসের হাতে ওপর রাখল। এই সমস্ত কারণে সাধু ফ্রান্সিসকে প্রকৃতির প্রতিপালক উপাধি দেওয়া হয়।

৮। **কৃচ্ছ্রতা সাধক ফ্রান্সিস ও সঙ্গীগণ:** সাধক ফ্রান্সিস ও তার সঙ্গীদল যিশুর জন্য নিজেরা কষ্ট করতেন। তারা শীত বা বৃষ্টিতেও একটি জীর্ণ কুঁড়ে ঘরে থাকতেন। শীতের মাঝেও বরফ ঠাণ্ডা

জলে নেমে গোসল করতেন। কখনোবা নিজের শরীরকে কষ্ট দেওয়ার জন্য কাঁটাঝোপের ওপর গড়াগড়ি দিয়ে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করতেন। তার সঙ্গী ব্রাদার লিওকে একদিন 'প্রকৃত আনন্দ' বলতে কি বোঝায় তা বোঝাচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, 'নানা অলৌকিক কাজ করা, নানা ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা লাভ করা বা প্রকৃতির রহস্য উপলব্ধির মধ্যেই যে প্রকৃত আনন্দ পাওয়া যায় তা নয়।' সে সময় হঠাৎ বৃষ্টি নামল। ফ্রান্সিস বলতে লাগলেন, 'এই যে আমরা জলে ভিজে শীতে কাঁপতে কাঁপতে আশ্রমে এসে পৌঁছেছি, এখন কেউ যদি দরজা খুলে না দেয়, যদি চোর, ডাকাত ভেবে আমাদের তাড়িয়ে দেয় এবং আমাদের অনুরোধ অগ্রাহ্য ক'রে আমাদের বরফে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়; যদি লাঠি দিয়ে মারা হয় অথচ আমরা যদি যিশুর মরণযন্ত্রণার কথা মনে রেখে সব কিছু সানন্দে সহ্য করতে পারি, তাতে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাকেই বলে প্রকৃত আনন্দ'। তিনি বলতেন, 'উপোসকারীকে তুমি অভুক্ত রাখতে পার না, যার কাছে সম্পদ নেই তার কাছ থেকে তুমি চুরি করতে পার না, যিনি সম্মানের জন্য লালায়িত নয় তাকে তুমি ধ্বংস করতে পার না। তারা সত্যিই মুক্ত।' সাধু ফ্রান্সিস জীবন-যাপনের মধ্যদিয়ে প্রকৃত আনন্দে থেকে সদা মুক্ত থাকার আদর্শ রেখেছেন।

৯। **বড়দিনের গোসালা:** যিশু যেদিন দীনবেশে দরিদ্রতার বসনে জন্ম নিয়েছেন, ফ্রান্সিস সারা বছর সেই দিনের অপেক্ষায় থাকতেন। ১২২৩ খ্রিস্টাব্দের সেই দিনে তিনি একটি ছোট্ট গ্রামে ছিলেন। কাছের পাহাড়টিতে ছিল একটি সুন্দর গুহা আর সেখানে তিনি খড়ে ভরা একটি যাবপাত্র তৈরি করলেন। বলদ ও গাধা নিয়ে গিয়ে সেখানে রাখলেন আর বললেন 'যেমনটি বেথলেহেমে ছিল, ঠিক তেমনটি করতে হবে'। সেখানে ঐ যাবপাত্রকে বেদী ক'রে খ্রিস্টযাগ নিবেদন করা হলো। যিশুর জন্মতিথিতে গির্জায় ও বাড়িতে আজ যে গোশালা তৈরি করা হয়, সাধু ফ্রান্সিসের ঐ ধারণা নিয়ে তা প্রচলিত হয়ে আসছে।

১০। **যিশুর পঞ্চক্ষতে শেষ দিনগুলো:** সাধক ফ্রান্সিস ১২২৪ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময় থেকে একা একা থাকতে ও প্রার্থনা করতে চাইতেন। তিনি দেহ-মনে আরোও বেশী কষ্ট ভোগ করতে চাইতেন। ক্রুশের মহাবিজয় দিবসে তিনি প্রার্থনা করলেন 'হে প্রভু যিশু, যন্ত্রণাভোগের সময় তুমি যে দুঃখকষ্ট ভোগ করেছ আমি যেন মৃত্যুর আগে সেই দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে পারি।' আর ঠিকই, তিনি আশ্চর্যভাবে তার শরীরে যিশুর পঞ্চক্ষত লাভ করেন। তখন তার শারীরিক যন্ত্রণা আরো বেড়ে যায় এবং দেহও দুর্বল হতে থাকে। একসময় তিনি বিছানায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন, এমনকি চোখেও দেখতে পান না। বিছানায় থেকেও তিনি বিশ্বসৃষ্টিতে ঈশ্বরের প্রশংসা করার জন্য 'সূর্য গীতিকা' নামে গান রচনা করেন। অবশেষে ১২২৬ খ্রিস্টাব্দে ৩ অক্টোবর মাত্র ৪৪ বছর বয়সে ফ্রান্সিস জাগতিক মোহ-মায়া জয় করে দেহ ত্যাগ করেন।

যার জাগতিক সম্পদ নেই, সে দরিদ্র জীবন-যাপন করবে এটাইতো স্বাভাবিক। কিন্তু যার ভুরি ভুরি আছে, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য তা ত্যাগ করে দরিদ্র জীবন-যাপন করেন তিনিই-তো হয়ে উঠেন মহান। নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে মহান হতে হলে 'পাগল' হতে হয়। আর সাধক ফ্রান্সিস 'যিশুর প্রেমে পাগল' হয়ে পিতার জাগতিক অর্থ-সম্পদ ত্যাগ ক'রে নিজের অন্তরে থাকা আধ্যাত্মিক সম্পদ বৃদ্ধি ক'রে হয়ে উঠেছেন এক আদর্শ। সেই আদর্শকে গ্রহণ করেছেন বর্তমান পোপ ফ্রান্সিস। আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের দরিদ্র জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে তিনি নিজেও ফ্রান্সিস নাম গ্রহণ করেছেন। সাধু ফ্রান্সিসের প্রকৃতিপ্রেমকে গ্রহণ ক'রে পুণ্যপিতা ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে '***Laudato si'*** (*Praise Be to You*) নামে তার দ্বিতীয় প্রৈরিত্রিক পত্র প্রকাশ করেন। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা কত সম্পদ, কত খাবার অপচয় করি। কিন্তু এমনও মানুষ আছে যারা এই সম্পদ পায় না বলে মানবেতর জীবন যাপন করে। আজ জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ প্রকৃতি ধ্বংস। ঈশ্বরের কৃপা চেয়ে বলি, 'সাধু ফ্রান্সিসের আদর্শ গ্রহণ' যেন আমাদের সার্বিক মুক্তির কারণ হয়।

তথ্যসূত্র

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, সজল, অনুবাদক: আসিসির সাধু ফ্রান্সিস, প্রভু যীশুর গির্জা, কলিকাতা, ১৯৭৫

২। https://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=50

৩। https://www.globalsistersreport.org/news/spirituality/column/modern-vision-pope-francis-medieval-church.

স্মারক নং ঃ ১৩১৩/২০২২
তারিখঃ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২২

বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন'২০২২ এর বিজ্ঞপ্তি

ঢাকাস্থ পাদ্রীশিবপুর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর সন্মানিত সক্রিয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৮ অক্টোবর' ২০২২খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, সকাল ৯:০০ ঘটিকায় আঃ কাঃ মুঃ গিয়াস উদ্দীন মিল্‌কি অডিটোরিয়াম, খামার বাড়ি সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫ এ সমিতির বিশেষ সাধারণ সভা এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন -২০২২ অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বিশেষ সাধারণ সভা এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে উপস্থিত হয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করার জন্য বিশেষভাবে সদস্যদের অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সভার কর্মসূচীঃ

১. ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনঃ সকাল ৯:০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৫:০০ ঘটিকা পর্যন্ত বিরতিহীন ভাবে আঃ কাঃ মুঃ গিয়াস উদ্দীন মিল্‌কি অডিটোরিয়াম, খামার বাড়ি সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫ এ ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন-২০২২ এর ভোট গ্রহণ চলবে। ব্যবস্থাপনা কমিটির ০১(এক) জন চেয়ারম্যান, ০১(এক) জন ভাইস-চেয়ারম্যান, ০১(এক) জন সেক্রেটারী, ০১(এক) জন ম্যানেজার, ০১(এক) জন ট্রেজারার, ০৪(চার) জন ডিরেক্টর সহ মোট ০৯(নয়) জন কর্মকর্তাগণ সমবায় আইন ও বিধিমালা সংশ্লিষ্ট বিধানমতে সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবেন।

২. ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা।

৩. ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপ্তি ঘোষণা।

ধন্যবাদ সহকারে।

(মারীয়া গোমেজ)
চেয়ারম্যান
ব্যবস্থাপনা কমিটি

অনুলিপি, সদয় অবগতির জন্যঃ-
ক) জেলা সমবায় কর্মকর্তা, ঢাকা জেলা, ঢাকা (খসড়া ভোটার তালিকা সংযুক্ত)।
খ) মেট্রোপলিটান তেজগাঁও থানা সমবায় কর্মকর্তা, ঢাকা (খসড়া ভোটার তালিকা সংযুক্ত)।
গ) সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, একমাত্র ক্যাথলিক সাপ্তাহিক পত্রিকা।
ঘ) অফিস নোটিশ বোর্ড (খসড়া ভোটার তালিকা সংযুক্ত)।

ঢাকাস্থ পাদ্রীশিবপুর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
৭৪/৪ মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫। রেজিঃ নং-০১৩৩২/২০০৬
ফোনঃ+৮৮-০২-২২৩৩১৪০১৫, মোবাইঃ+৮৮-০১৮৬৪২৯৩২৬৫, ই-মেইলঃ pcccu.ltd@gmail.com

বিজ্ঞ/২৮৩/২২

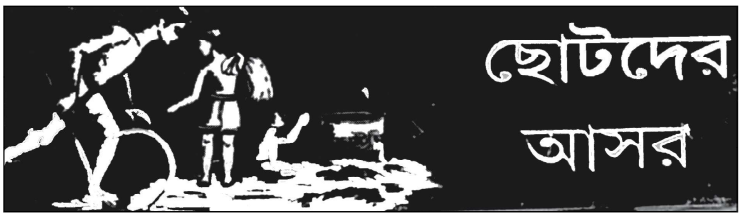

লোভ

মাস্টার সুবল

আমার স্নেহের ছোট ভাই-বোনেরা, তোমাদের জন্য একটি শিক্ষণীয় ছোট গল্প লিখলাম। আশা করি গল্পটি পাঠে তোমাদের হৃদয়ের অনুভূতিকে প্রকাশ করতে সমর্থ হবো।

এক গ্রামে একজন ধনী ব্যক্তি ছিলা তার চাওয়া পাওয়ার কোন শেষ ছিল না। তার ভীষণ ইচ্ছা ছিল, গ্রামের বিলের সব জমিগুলোর মালিক হতে। তাই তিনি ছলে, বলে, কলা-কৌশলে টাকার বিনিময়ে দলিল ভিত্তিতে বিলের জমিগুলো পেতে গ্রামবাসীদের রাজী করিয়েছিলেন। জমির দলিল হবার আগেরদিন রাতে তিনি হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এতে তার পরিবারসহ গ্রামবাসী সবাই অতি গভীর দুঃখে তাকে কবর দেন। কিন্তু পরের দিন তার কবরের উপর একটি কাগজে লেখা দেখতে পাওয়া যায়, যার মধ্যে লেখা ছিলো, তোমাকে শুধু কবরের জায়গাটুকুই দলিল ভিত্তিতে দেওয়া হলো। কবরের উপরে কাগজে লেখাটা কিভাবে এলো তার সমাধান করার ক্ষমতা কারো হলো না। তবে অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা মনে করেন, লেখাটা হয়তো কবরের উপর স্বয়ং ভগবানই দিয়েছেন। স্নেহের ছোট ভাই-বোনেরা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কথাটাই কিন্তু সত্য হতে পারে, তাই না? ৯০

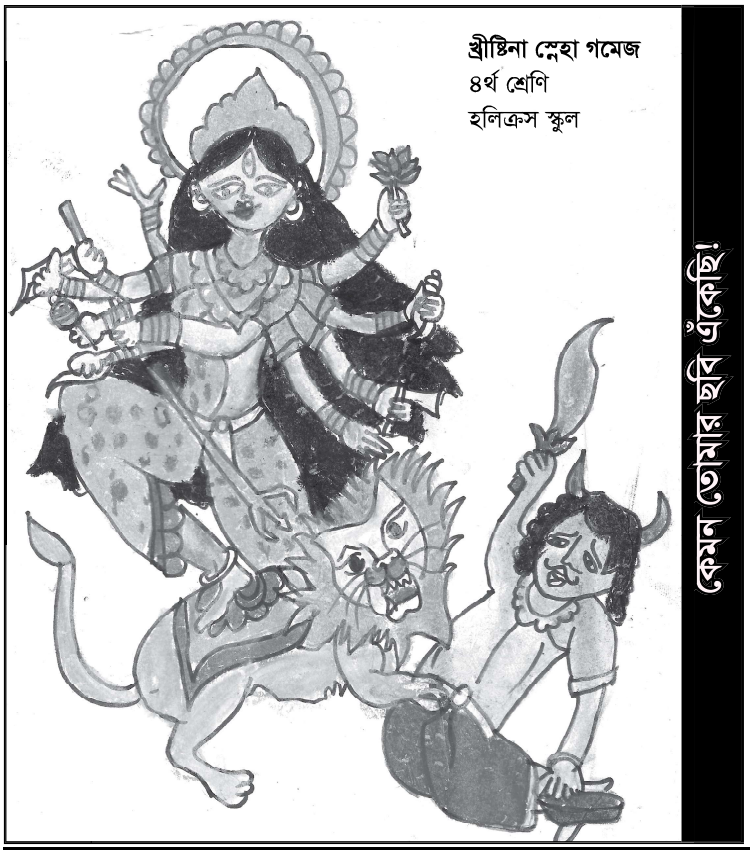

খ্রীষ্টিনা স্নেহা গমেজ
৪র্থ শ্রেণি
হলিক্রস স্কুল

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

সোনার বাংলার বাঘিনী

ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি

হে বাংলার বাঘিনীরা
ইতিহাস গড়েছো তোমরা আজ
পুরুষ বাঘ যা করতে পারেনি
তাহাই করেছো তোমরা।
তোমরা আমাদের গর্ব, স্বপ্ন
আমাদের অহংকার
উনিশ বছর পরে নিয়ে এলে
বাংলার ঘরে বিজয়ের সোনার মুকুট।
বাঙালি জাতির উন্নত শির
তুলে ধরেছো হিমালয়ের চূড়ায়
খেলার মাঠ জয় করে লাল-সবুজের পতাকা
উড়ালে নেপালের বুকে।
তোমরা শুধু নারী নও,
তোমরা হলে বাংলার স্বর্ণকন্যা
বিজয় মানে উল্লাস, চেতনা, একতা
বিজয় মানে নতুন করে শপথ নেওয়া।
আনন্দ উল্লাসের ২১ সেপ্টেম্বর
স্বপ্ন দেখি মোরা নির্ভয়ে
বিশ্বকাপে খেলবে একদিন তোমরা
সেই দিন আর বেশী দূরে নয়।

শিক্ষা-গুরু

দিপালী কস্তা

শিক্ষক আমাদের শিক্ষা গুরু
তাঁদের হাতেই আমাদের শিক্ষা জীবন শুরু।
পিতা-মাতার পরে শিক্ষকের স্থান
তাই শিক্ষকদের করতে হবে সম্মান।
শিক্ষকের জ্ঞানের আলোয় আমরা আলোকিত জন
ন্যায়ের আদর্শে গড়ে ওঠে যেন
আমাদের মন।
শিক্ষকের ভালোবাসায় সিক্ত শিক্ষার্থীর প্রাণ-
সেই শিক্ষার্থীরা একদিন গাইবে শিক্ষার জয় গান।

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ
শিক্ষকদের আশীর্বাদ ও যত্নে
শিশুরা হবে জ্ঞানী গুণী মহৎ।

বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই শিক্ষকদের চরণ তলে
প্রতিটি শিক্ষার্থী যেন বেড়ে উঠে জ্ঞানে আর
সাহসিকতার বলে।

শিক্ষক

তৃণা ক্রুশ

শিক্ষক তুমি মানব সমাজের স্তম্ভ
সবচেয়ে দায়িত্ববান একজন নেতা
কচি মনে আঁক পৃথিবী গড়ার
আলোকিত এক নতুন আলপনা।

শিক্ষক তুমি দুর্বল ছাত্রের হাতে
তুলে দাও সফলতার চাবিকাঠি।
স্বপ্ন দেখা অদূর কোন ভবিষ্যতে
জীবনে বড় কিছু হয়ে ওঠার।

এই জীবন-আকাশে ধ্রুবতারা যারা
বাবার মত স্নেহ-মায়া দেয় তারা
অগ্রগতির পথে শিক্ষক সংগ্রামী
ছাত্র সমাজ সেই পথে সদা অনুগামী।

লূর্দের রাণী মারীয়া ধর্মপল্লী, বনপাড়াতে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

শিশুমঙ্গল দিবসে অংশগ্রহণকারীর শিশুরা

হৃদয় পিউরীফিকেশন ▯ “শিশু শিক্ষার সিনোডাল মণ্ডলী: খ্রিস্টীয় পরিবার হয়ে উঠা” এই মূলসুরের আলোকে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ লূর্দের রাণী মারীয়া ধর্মপল্লী, বনপাড়াতে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে মোট ২০০ জন ছেলেমেয়ে এবং ২৪ জন এনিমেটর উপস্থিত ছিল। সকাল ৯টায়, শোভাযাত্রা সহযোগে শিশুরা গির্জায় প্রবেশ করে। খ্রিস্টযাগে বাইবেল পাঠ, গান, সেবক, উদ্দেশ্য প্রার্থনা সবকিছুই শিশুরা করে। পবিত্র অংশগ্রহণ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার পিউস গমেজ। ফাদার তার উপদেশবাণীতে, শিশুদের গির্জায় আশার উৎসাহ দেন ও পড়াশুনায় মনোযোগী হওয়ার জন্য বলেন এবং ভাল মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার জন্য অনুপ্রেরণা দেন। এছাড়াও ফাদার তার উপদেশে সাধ্বী পলিন জ্যারিকট এর জীবনী সহভাগিতা করেন। খ্রিস্টযাগের পরে শিশুরা পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবসের ব্যানার নিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে ও স্লোগান দিতে দিতে ধর্মপল্লীর অডিট ভবনে প্রবেশ করে। সেখানে শিশুরা পবিত্র বাইবেলের ঘটনার উপর গ্রাম ভিত্তিক নাটিকা প্রতিযোগিতায় ও শ্রেণি ভিত্তিক বাইবেল কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন এবং বিজয়ীদেরকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। শেষে শিশুদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় এবং ফাদার সকলকে সব আয়োজন ও সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন। এরপর দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবসের সমাপ্তি হয়॥

যশোর ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল সেমিনার

সেমিনারের শোভাযাত্রার একাংশ

ফাদার নরেন জে বৈদ্য ▯ খুলনা ধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল সংঘের উদ্যোগে **‘শিশুরা ধরবে যিশুর হাত- মন্দ থেকে দূরে থাক ’**- এই মূলসুরের আলোকে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দে, পবিত্র যিশু হৃদয়ের গির্জা, যশোর ধর্মপল্লীতে শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে পবিত্র শিশুমঙ্গল সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে ৪৫ জন অংশগ্রহণ করেন। শুরুতেই শিশুদের নিয়ে র‍্যালী করা হয়। অতঃপর গির্জায় প্রার্থনা ও বরণ নৃত্যের পর ফাদার নরেন জে বৈদ্য মূলসুরের উপর মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে সিনোডাল চার্চে শিশুদের ভূমিকা নিয়ে সহভাগিতা উপস্থাপন করেন। ফাদার শিশুদের উৎসাহিত করেন যেন তারা নৈতিক মূল্যবোধে জীবন গঠন করেন এবং মণ্ডলীর কার্যে অংশগ্রহণ করেন। টিফিনের পর খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রতিযোগিতা, একশন সং শিখানো ও বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। মধ্যাহ্ন ভোজের মাধ্যমে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে॥

মিলন অংশগ্রহণ ও প্রেরণকার্যে মা মারীয়ার ভূমিকা বিষয়ক সেমিনার

খুলনা ফ্যামিলি রোজারী মিনিস্ট্রি টিম এর আয়োজনে গত ১৬ সেপ্টেম্বর, পবিত্র যিশু হৃদয়ের গির্জা, যশোর ধর্মপল্লীতে ৬০ জন মারীয়া সংঘ মায়েরা ও হোস্টেলের মেয়েদের নিয়ে মিলন অংশগ্রহণ ও প্রেরণকার্যে মা মারীয়ার ভূমিকা’ বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারটি শুরু হয় ধর্মপল্লীর চত্বরে মা মারীয়ার মূর্তি ও ব্যানার নিয়ে র‍্যালী, ধর্মীয় নৃত্য ও প্রার্থনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। পালক পুরোহিত ফাদার নরেন বৈদ্য- এর স্বাগত শুভেচ্ছা বক্তব্যের পর ফ্যামিলি রোজারী মিনিস্ট্রি টিমের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফাদার অমিয় মিস্ত্রি মূলসুরের উপর সহভাগিতা করেন। টিফিনের পর ফাদার নরেন জে বৈদ্য সিনোডাল চার্চ ও কুমারী মারীয়ার আদর্শে জীবন গঠন বিষয়ক বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন অনেক তীর্থমন্দির মা মারীয়ার নামে ও আধ্যাত্মিকতায় উৎসর্গীকৃত। অনেক ধর্ম-সংঘ মা মারীয়ার নামে ও আধ্যাত্মিকতায় পরিচিত। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গের পর মধ্যাহ্ন ভোজের মাধ্যমে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে॥

খ্রিস্ট দেহ ধর্মপল্লী জলছত্রে মারীয়া সেনা সংঘের শতবর্ষপূর্তি পালন - ২০২২

মা-মারীয়ার সেনাসংঘের সদস্যাগণ

মিসেস ম্যাগডালিন ম্রং ▯ সেপ্টেম্বর ৮, ২০২২ রোজ বৃহস্পতিবার খ্রীষ্ট দেহ ধর্মপল্লী জলছত্রে বিশ্বব্যাপী মারীয়া সেনা সংঘের শতবর্ষপূর্তি ও কুমারী মারীয়ার জন্ম পর্ব পালন করা হয়। উক্ত দিনে সকাল ১০ টায় পবিত্র রোজারিমালা প্রার্থনা ও শোভাযাত্রা করে কুমারী মারীয়া’র মূর্তি নিয়ে গির্জায় প্রবেশ করা হয়। এই উৎসবে খ্রীষ্ট দেহ ধর্মপল্লীর ১৯টি গ্রাম থেকে মোট ১৩৫ জন মারীয়া সেনাসংঘের সদস্যাগণ অংশ গ্রহণ করেন। পালপুরোহিত ফাদার মাইকেল সরকার সিএসসি পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। মুক্তির ইতিহাসে মারীয়ার অনন্য ভূমিকা, মা মারীয়া’র জন্মদিনের প্রেক্ষাপট ও মারীয়া সেনাসংঘের ইতিহাস ও আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে তিনি খ্রিস্টযাগে সহভাগিতা করেন। একই সাথে খ্রিস্টযাগে মারীয়া সেনাসংঘের সদস্যাগণ তাদের প্রতিজ্ঞা নবায়ন করেন। খ্রিস্টযাগের পরপরই মারীয়া সেনা সংঘের মায়েরা কেক কাটেন। সারাদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রকমের খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিশেষে বিজয়ীদের হাতে শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেন ফাদার মাইকেল সরকার সিএসসি, কৃতজ্ঞতা পরিবারের ব্রাদার জেমস গোমেজ ও সিস্টার মালা কুবি সিএসসি। উক্তদিনটিকে সাফল্যপূর্ণ করে তোলার জন্য সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান সিস্টার মালা কুবি সিএসসি। অবশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে উক্তদিনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন ফাদার মাইকেল সরকার সিএসসি॥

Career Opportunity

The Young Women's Christian Association (YWCA) of Bangladesh, an affiliated association of the World YWCA and a non-profit voluntary organization working in Bangladesh for the empowerment of women, youth and children for more than three decades, seeks application from qualified candidate for the following position for Office and Guest House.

Position title: Front Desk Assistant (Male), **Location :** YWCA of Bangladesh (Head Quarter), Dhaka

Number of the Position : 1 (One)

Major Duties and Responsibilitie:

◆ Friendly and welcoming approach; ◆ High standards of presentation; ◆ Friendly and professional telephone manner; ◆ Ability to adapt to different guests; ◆ Strong customer service skills; ◆ Good secretarial skills and the ability to use email and booking systems; ◆ Ability to remain calm during difficult situations or in a very busy environment; ◆ Good team working skills. ◆ Must have the mentality to do work at night shift.

Qualification and Experience ◆ Minimum Bachelor degree in any discipline. ◆3-4 years relevant experience.

Additional Job Requirements:

◆ Good command in both spoken and written in English and Bangla. ◆ Must have a positive attitude at all times. ◆ Ability to work under pressure within dead line.◆Willingness to work beyond working hours. ◆Self-driven working ability independent of close supervision. ◆ Well mannered with honesty and sincerity.

Salary and Other Benefits :

Salary and other benefits (ie. Provident Fund, Gratuity and Festival allowance) are commensurate with better and experienced candidate.

Apply Instruction:

1. If you meet the above requirements, submit your application along with your latest CV with two references, a recent passport size photograph, photocopy of National ID & all academic certificates.
2. Complete Application along with above all mentioned documents send to: **Human Resource Manager**, YWCA of Bangladesh, 3/23, Iqbal Road, Mohammadpur, Dhaka-1207. Name of the position should be mentioned on top left corner of envelope. Or email to**:** ywca.hr@ywcabd.org**.** The deadline for submission of the application is **21 October, 2022.**
3. Only short listed candidates will be called for interview. No TA/DA will be given for the interview

বিজ্ঞ/২৮১/২২

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

"কোর-দি জুট ওয়ার্কস" (১০০% হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানীমুখী প্রতিষ্ঠান)-এর নিজস্ব ফ্যাক্টরী (ফ্রাক্টরীর ঠিকানা: জলছত্র, ২৫ মাইল, মধুপুর)-এর জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে নিম্নলিখিক পদে লোক নিয়োগ করা হবে।

নং	পদের নাম	ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা	ন্যূনতম বয়স	বেতন	অভিজ্ঞতা
০১	প্রোডাকশন সুপারভাইজর	স্নাতক	২৫	২০,০০০/-	৫ বছর
০২	ডাইং মাস্টার (সিল্ক ও কটন সূতা এবং কাপড়)	এসএসসি	৪০	আলোচনা সাপেক্ষে	১০ বছর
০৩	টেইলারিং মাস্টার	৮ম শ্রেণি পাস	২৫	১৫,০০০/-	৫ বছর
০৪	উইভিং সহকারী	৮ম শ্রেণি পাস	২৫	১০,০০০/-	৫ বছর

১. অধিকতর অভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য ও বেতন আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণযোগ্য। স্থানীয় অধিবাসী/আদিবাসী/নারী প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন।

২. আগ্রহী প্রার্থীদের সদ্য তোলা ২কপি ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতার সনদপত্রের অনুলিপি সহ পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত (মোবাইল নম্বর সহ) আগামী ১২/১০/২০২২ তারিখের মধ্যে "কোর-দি জুট ওয়ার্কস্, হাউজ-২৭, রোড-১১৯, গুলশান, ঢাকা-১২১২" এই ঠিকানায় আবেদন করতে হবে।

৩. প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র বাছাইকৃত প্রার্থীদের বর্তমান ঠিকানায় পরীক্ষায় (লিখিত/মৌখিক) অংশ গ্রহণের জন্য ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করা হবে।

৪. এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন বা স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

বিজ্ঞ/২৮৮/২২

ঈশ্বরের সান্নিধ্যে দশম বার্ষিকী

প্রয়াত মিতালী মেরীলিন কস্তা
জন্ম: ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১ অক্টোবর, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

খ্রিস্টের প্রেম হইতে কে আমাদিগকে পৃথক করিবে। রোমীয় ৮:৩৫

মিতালী, মনে পড়ে তোমাকে আর তোমার অবিচ্ছেদ্য ভালবাসাকে। জীবন সুন্দর, আনন্দের, উপভোগের ও পরম পবিত্র পিতা ঈশ্বরের আরাধনার ও তাঁর সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ মানব ও আর্তমানবতার সেবার নিমিত্ত সৃষ্টি। আমাদের জীবন অবধারিত সত্য মৃত্যুর সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত। মৃত্যু নামক চরম সত্যশক্তি আমাদের সবাইকে আকর্ষণ করে চলেছে অনন্ত ধামে নেওয়ার জন্য। যেখানে স্বর্গীয় পিতার স্বর্গীয় অনন্ত আবাস ও অনন্ত বাস। জন্মের সাথে সাথে মৃত্যু আমাদের ছায়ার মত করে আগলে রেখেছে।

মা মিতালী, তুমি ছিলে আমাদের পরিবারের ও সমাজের জন্য এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। মনে পড়ে তোমার স্মৃতিবিজড়িতক্ষণ, খ্রিস্টে তোমার আত্মসমর্পণ, হাসিভরা মুখ, সদাচরণ, অতিথিপরায়ণ মনোভাব যে স্মৃতি মনে পড়লে দু'নয়নের বাঁধ ভেঙ্গে যায় অশ্রুতে, সিক্ত হয় উত্তপ্ত হৃদয়, প্রাণে বাসা বাঁধে নতুন প্রণয় যা ক্ষণস্থায়ী নয়। তুমি ছিলে না রাগিনি কিন্তু ছিলে অনুরাগিনি, ছিলে না হতাশাগ্রস্ত কিন্তু আশ্বস্ত, ক্লেশে- ধৈর্যশীলা, সংকটে- সতর্ক, তাড়নায়- স্থির ও প্রার্থনাপূর্ণ আত্মত্যাগী মানুষ।

তোমার দেখানো আলোর পথে আলোকিত হয়ে আজও আমরা প্রভুর পথে সেবা কাজে সকল শ্রম সাধনা বিনিয়োগ করছি। খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসাবে আমরা তোমার মা-বাবা, ভাই-বোন, গুণগ্রাহী আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশি লোকজন অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত যে তুমি পরম পিতার তত্ত্বাবধানে রয়েছে।

তোমার স্মরণে ও চিরশান্তি কামনায় –
বাবা: সুনীল সেলেষ্টিন কস্তা
মা: মঞ্জু কস্তা ও পরিবারবর্গ
৩৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

বিজ্ঞ/২৮২/২২

তীর্থে যোগদিন জপমালা রানী মা মারীয়ার আশীর্বাদ নিন

শ্রীমঙ্গলে জপমালা রানী মা মারীয়ার তীর্থোৎসবে সকলকে আমন্ত্রণ

অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৯ ও ৩০ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ শনি ও রবিবার সিলেট ধর্মপ্রদেশের শ্রমিক সাধু যোসেফের ধর্মপল্লী শ্রীমঙ্গল এর অন্তর্গত হরিণছড়া চা বাগানের মনোরম পরিবেশে জপমালা রানী মা মারীয়ার ৩৩তম তীর্থোৎসব পালন করা হবে। একই সাথে নব নির্মিত সেন্ট মেরীস গীর্জা ঘর আশীর্বাদ অনুষ্ঠান ও উদ্বোধন করা হবে। এই তীর্থোৎসবে পর্বকর্তাদের জন্য শুভেচ্ছা দান ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা, খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য ২০০/-(দুই-শত) টাকা, স্বেচ্ছাদান নিজ ইচ্ছা ও সামর্থ অনুসারে। এছাড়াও যারা তীর্থভূমি উন্নয়নে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করতে চান তাদেরকে সরাসরি শ্রীমঙ্গল ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিতের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। তীর্থোৎসবে যোগদান করে জপমালা রানী মা মারীয়ার মধ্যস্থতায় পরম করুণাময় ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও দয়া-আশীর্বাদ লাভ করতে আপনারা সকলে আমন্ত্রিত।

তীর্থ স্থান ঃ সেন্ট মেরীস চার্চ, হরিণছড়া চা বাগান, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
তীর্থোৎসবের মূলভাব - "বিশ্বাস গঠণে মা মারীয়ার সাথে একত্রে পথ চলা"

অনুষ্ঠান সূচী –

শনিবার, ২৯ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ	রবিবার, ৩০ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগ	তীর্থের মূলভাবের উপর বক্তব্য
সন্ধ্যা: ৬:৩০ মিনিট	সকাল ১০টা
জপমালা প্রার্থনা ও আলোর শোভাযাত্রা	পবিত্র জপমালা প্রার্থনা
সন্ধ্যা: ৭:৩০ মিনিট	সকাল ১০:৩০ মিনিট
আরাধনা ও পাপস্বীকার	মহা খ্রিস্টযাগ
রাত: ৮টা	সকাল ১১টা

ধন্যবাদান্তে –

ফাদার নিকোলাস বাড়ৈ সিএসসি
পাল-পুরোহিত ও সভাপতি (তীর্থোৎসব কমিটি)
মোবাইল : ০১৭১২-২৪৪০১৬ # বিকাশ ০১৭১২-৬০০৩৬৬

মি. ডমনিক সরকার রনি
সম্পাদক (তীর্থোৎসব কমিটি)

বিজ্ঞ/২৮৩/২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
THE WEEKLY PRATIBESHI
ISSUE-36
❖ বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা-৩৫
Regd. No. DA-33
❖ 2 - 8 October, 2022, ১৭-২৩ আশ্বিন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

প্রাণের উচ্ছ্বাসে শিকড়ের টানে
এসো বটমলী প্রাঙ্গণে
বটমলী হোম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তি উৎসব

২০-২১ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

BOTTOMLEY HOME GIRLS' HIGH SCHOOL
PLATINUM JUBILEE
UNENDING GRACE...

জেনে আনন্দিত হবেন যে, **২০-২১ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষ বটমলী হোম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়-এর ৭৫ বছরপূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছি।** প্রাণের উচ্ছ্বাসে শিকড়ের টানে সুদীর্ঘ ৭৫ বছরের পথ পরিক্রমায় দেশে-বিদেশে প্রাক্তন-বর্তমান সকল শিক্ষক-শিক্ষার্থী এ মিলন মেলায় বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রিত।

রেজিস্ট্রেশন ও পূর্তি উৎসবের তথ্যাদি

- রেজিস্ট্রেশন শুরু ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২খ্রিস্টাব্দ
  রেজিস্ট্রেশনের সময়: রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার (৮টা-১২টা) বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষ
  শনিবার বিকেল ৪:৩০ মিনিট থেকে ৬:৩০ মিনিট
- থাকছে অনলাইন ও অফলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার সুযোগ
- বর্তমান শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন ফি : ১০০০/- টাকা
- প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও অতিথি (স্পাউস) রেজিস্ট্রেশন ফি : ১৫০০/- টাকা
- নৃত্য-নাট্যসহ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্মৃতিচারণ..
- আকর্ষণীয় পুরস্কার সম্বলিত র‍্যাফেল ড্র

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন:

নাম : বটমলী হোমবালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, অফিসকক্ষ
ফোন নম্বর : ৮১৪১৮৫৯, ০১৭৬২-৪৭৬৬৯৩, ০১৫৩৭০৬৪৪৩৯,
ইমেল : **bottomley_bd@yahoo.com**
ওয়েব পেইজ : **https://bhghs1946.com/backend**
ফেইসবুক গ্রুপ পেইজ: **Bottomley Home Girls' High School Mate (www.facebook.com/groups/abottomleyand)**

বিজ্ঞ/২৮০/২২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org